প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৬ ◆ ১৯ - ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

ভস্ম বুধবার
২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

দেশের নতুন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি
মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু

অমর একুশে
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

প্রয়াত ক্লারা ক্লেমেন্টিনা হেড়োও
আগমন : ৬ মার্চ, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
প্রয়াণ : ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী

তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে!

তুমি ছিলে আমাদের নিরাপদ আশ্রয়, তোমার কোল ছিল অভয়াশ্রম। তাইতো তোমাকে নিয়ে যখন ভাবি, শূন্যতায় বুকটা ভারী হয়ে ওঠে। তোমার উপস্থিতিই ছিল আমাদের অনুপ্রেরণা এবং জীবন চলার পাথেয়। তোমার নীরব সেবা, গভীর আধ্যাত্মিকতা, ধৈর্যশীলতা, শান্তিময়তা, ভালবাসাময় স্পর্শ সবই তো প্রতিনিয়ত অনুভব করি। সবই চলছে আগের মতোই। কিন্তু তুমি তো নেই। তোমার সহানুভূতিপূর্ণ ভালবাসা, আদর-যত্ন, প্রতিনিয়ত সবার প্রতি বিশেষ যত্ন-আর কে নেবে? তুমি তো নেই, রইলাম শুধু আমরা। আমাদের স্মৃতিতে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই তুমি স্মরণীয়, বরণীয় এবং আমাদের চলার পথের আদর্শ ও শক্তি। তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো যেন আমাদের চলার পথ সুগম হয়। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে সবাই যেন তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঈশ্বর নির্ভরশীল হতে পারি ও একাত্মতায় জীবন চালাতে পারি।

তোমারই শোকাহত আমরা-

যোনাথন, জেইভান, জিয়ানা, ড্যানিয়েলা, ইথান, নাথান, জোভানা, এথেনা, ভিয়ান, ভিলেন, জয়েস, সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ, টনি, লিমা-ডেভিড, মার্টিন-লিজ, জনি-জ্যোতি, মার্ভিন, ববি, ঝুমা-ফেবিয়ান, শেলী-নূপুর, সিস্টার মেরী প্রণতি এসএমআরএ, দিলিপ-কনিকা, কানন-স্টিফেন, মনিকা-অনিল, সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ ও সুব্রত-রেনু।

হারবাইদ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/৫৫/২০২৩

SREEJA

রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে

ফ্ল্যাটের আয়তন :

মনিপুরীপাড়া : ৭০০ বর্গফুট।
রাজাবাজার : ১০১৫ বর্গফুট।
মিরপুর-১০ : ১৪৫০ বর্গফুট।

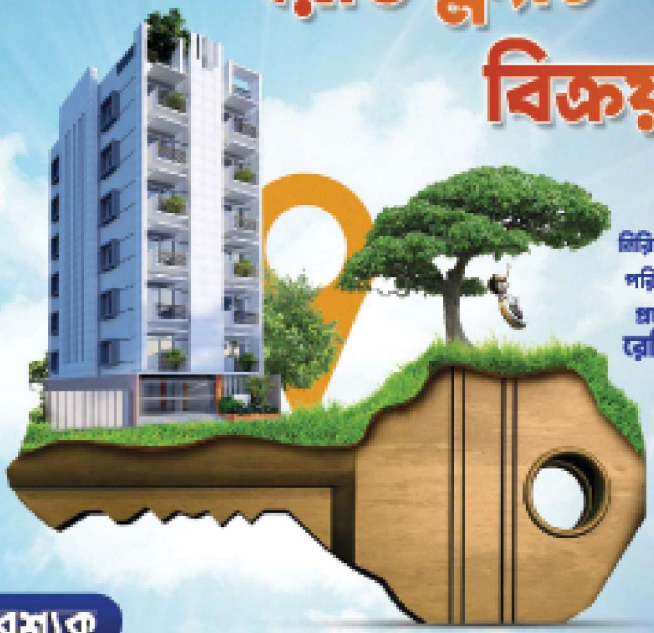

ঝিরিঝিরি ও মনোরম খোলামেলা পরিবেশে ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রানকেন্দ্রে আকর্ষণীয় মূল্যে রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে।

জমি আবশ্যক

ঢাকা শহরের প্রাইম লোকেশনে।

Contact Us:
SREEJA A.R. BUILDERS LIMITED
+880-1721 454 959, +880-1716 530 174
62/A, Monipuripara, Tejgaon, Dhaka-1215

বিজ্ঞ/৫৬/২০২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ০৬
১৯ - ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
০৬ - ১২ ফাল্গুন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

শুদ্ধতায় যাত্রা

আমাদের জাতীয় ও মাণ্ডলিক জীবনে বিশেষ দু'টি ঘটনা সমাগত। ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ২২ ফেব্রুয়ারি ভস্ম বুধবার; যার মধ্যদিয়ে মাণ্ডলিক উপাসনা চক্রের বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা। ২১ ফেব্রুয়ারিতে আমরা অন্তরে গভীর বেদনাসহ বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করবো ভাষা শহীদদের এবং একই সাথে ভাষাশহীদদের আত্মত্যাগে অর্জিত বাংলাভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং পরবর্তীতে ২১ ফেব্রুয়ারি স্মরণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠা ও উদ্‌যাপন আমাদেরকে করে গর্বিত ও আনন্দিত। ঘটনা দু'টোর প্রথমটি উৎসবমুখর দ্বিতীয়টি উৎসবহীন। তবে সাধারণ একটা মিল রয়েছে। আর তা হলো শুদ্ধতায়। প্রথমটি চর্চায় আর দ্বিতীয়টি হওয়ায়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন আমাদেরকে মাতৃভাষার প্রতি দরদবোধ জাগিয়ে তুলে তা শুদ্ধরূপে ব্যবহার করার চেতনা দেয় আর ভস্ম বুধবার আমাদেরকে আমাদের মরণশীলতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শুদ্ধ মানুষ হবার প্রেরণা দেয়।

ভাষার মধ্যদিয়েই মানুষ সহজে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করে ও ভাবের আদান-প্রদান ঘটায়। স্বাভাবিক নিয়মেই একজন শিশু তার জান্তে বা অজান্তে তার মা-বাবা বা আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ভাষা শিক্ষা শুরু করে। ধীরে ধীরে মায়ের ভাষা শিশুর কাছে মায়ের মতো আপন হয়ে যায়। মা, মাতৃভূমির মত মাতৃভাষাও একজন ব্যক্তির কাছে পবিত্র ও আপন। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ৩০ কোটিরও বেশি মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। বাঙালির মাতৃ ভাষা প্রেম সর্বজনবিদিত। মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলার দামাল ছেলেরা বুকের রক্তে রঞ্জিত করেছিলেন ঢাকার রাজপথ। পৃথিবীর ইতিহাসে সৃষ্টি হয়েছিল মাতৃভাষার জন্য আত্মদানের অভূতপূর্ব নজির। মাতৃভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগকে সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়ে ইউনেস্কো ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহীদদের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান ও ভালবাসা প্রকাশের সাথে সাথে মাতৃভাষার প্রতি সম্মান দেখাই। তবে এ সম্মান প্রদর্শন শুধু একদিনের জন্য নয় সবসময়ের জন্য হওয়া বাঞ্চনীয়। আর তার যথার্থতা আসবে যখন বাংলা ভাষা-ভাষী আমরা শুদ্ধভাবে মাতৃভাষা চর্চা করবো। বাংলা ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ, ব্যাকরণ নীতি ব্যবহার খুবই জরুরী। সেইসাথে বাংলা ভাষাকে কোন রূপ বিকৃতি কিংবা অশুদ্ধভাবে উপস্থাপন থেকে বিরত থাকতে হবে। বাংলিশ (বাংলা-ইংরেজি) শব্দচয়ন বন্ধ করতে হবে। বর্তমান ডিজিটাল যুগে লেখার শুদ্ধ বানানের গুরুত্ব যেন এক ঐচ্ছিক ও হালকা বিষয় হয়ে আসছে। যার যা খুশী বা যে যা পারে, জানে সে তাই লিখে অনেকবার সেভাবে উচ্চারণও করে। এ বিষয়ে কারো যেন বলার, চিন্তার বা সংশোধন করার কিছু নেই। এভাবে বলা, চলা যেন আধুনিক 'ফ্যাশান' হয়ে গেছে। ভাষা নিয়ে এ ধরণের খামখেয়ালিপনা অচিরেই বন্ধ করা দরকার। যথাযথ কর্তৃপক্ষ তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস আছে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার শুদ্ধ চর্চা এখনই শুরু করা দরকার। কেননা একটি জাতির সামগ্রিক বিকাশের অন্যতম মাধ্যমই হলো মাতৃভাষা। বাঙালির শুদ্ধভাবে মাতৃভাষা চর্চা করার সাথে সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষাগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা রাখা এবং ভাষাগুলোর অস্তিত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করা সকলেরই কর্তব্য। বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সিটিউট। খ্রিস্টমণ্ডলীও মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষা সংরক্ষণে, অনুশীলনে ও বিস্তারে বিশেষ মনোযোগ দান করে। কেননা খ্রিস্টমণ্ডলী মনে করে মাতৃভাষাতে প্রার্থনা, উপাসনা ও ধর্মীয় ক্রিয়াদি সম্পন্ন করা একজন মানুষের অধিকার। আর সে অধিকার প্রতিষ্ঠা করাও খ্রিস্ট মণ্ডলীর বিশেষ একটি দায়িত্ব। আমরা বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজ ও মণ্ডলী ভাষার ক্ষেত্রে কি করছি! স্বভাষায় ধর্মীয় জ্ঞান, সাহিত্য, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমরা খ্রিস্টানগণ অনেকটা দুর্বল। নিজেদের ভাল কোন অভিধান, সংস্কৃতি পুস্তক, ঐশবিদ্যা, মাণ্ডলিক আইন প্রভৃতি বই নেই। নিজেদের মুক্তকোষ, বিশ্বকোষ, ইতিহাস প্রভৃতি বই লিখতে ও সংরক্ষণ করার কাজ এখনই শুরু করতে হবে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অনেক অর্থ ব্যয় করা হয়। ঠিক একইভাবে ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্যও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট অর্থ সংকুলান করা হয়। এছাড়াও ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার্থে সকল কাজে, উপাসনায়, সভাসম্মেলনে, সংলাপে শুদ্ধ বাংলা বলতে ও উচ্চারণ করতে হবে। তাহলে ভাষা মানুষের জীবনে সফলতা, মাধুর্য ও অর্থ নিয়ে আসবে।

মানবীয় দুর্বলতা ও ক্ষয়িষ্ণুতার কথা স্মরণ করেই খ্রিস্টানগণ কপালে ভস্ম লেপন করে শুরু করেন তপস্যাকালের আধ্যাত্মিক যাত্রা। এই যাত্রাতে অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যদিয়ে তারা লাভ করেন ঈশ্বরের দয়া-ভালবাসা ও অন্তরের শুদ্ধিতা। তপস্যাকালের আহ্বান হলো মন পরিবর্তনের আহ্বান। মনপরিবর্তন মানে নিজের জীবনের নবায়ন। ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দুর্বলতা ও পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে ভাই মানুষের সাথে পুনর্মিলিত হবার প্রয়াস তপস্যাকালের একটি তপস্যা হতে পারে। তাই প্রতিনিয়ত ত্যাগ, সংযম ও দয়া-দান অনুশীলন করে এক এক জন ব্যক্তি খাঁটি মানুষ হয়ে ওঠার সাধনা করেন। শুদ্ধিতা অর্জনে তপস্যাকালীন যাত্রা শুভ হোক। †

যে কেউ তোমার কাছে যাচ্না করে, তাকে দাও, আর কেউ তোমার কাছে ধার চাইলে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। *(মথি ৫:৪২)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

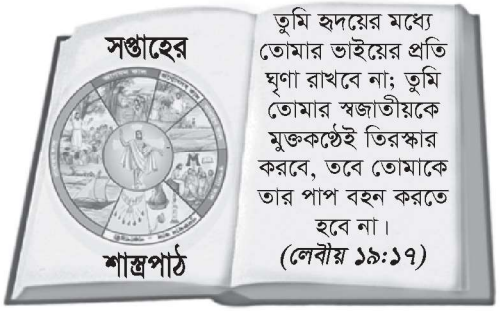

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৯ - ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

১৯ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
লেবীয় ১৯: ১-২, ১৭-১৮, সাম ১০২: ১-২, ৩-৪, ৮, ১০, ১২-১৩, ১ করি ৩: ১৬-২৩, মথি ৫: ৩৮-৪৮

২০ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
সিরাক ১: ১-১০, সাম ৯২: ১-২, ৫, মার্ক ৯: ১৪-২৯

২১ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
সাধু পিটার দামিয়ান, বিশপ ও আচার্য
সিরাক ২: ১-১৩, সাম ৩৬: ৩-৪, ১৮-১৯, ২৭-২৮, ৩৯-৪০, মার্ক ৯: ৩০-৩৭
শহীদ দিবস (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)
খ্রিস্টযাগ বা প্রার্থনানুষ্ঠানের জন্য পাঠসমূহ:
২ মাকা ৭: ১-২, ৯-১৪, ২২-২৩ বা রোমীয় ৮: ৩৫-৩৯, সাম ৯২: ৯-১৬, লুক ২১: ১২-১৯
তপস্যাকাল - ২০২৩

২২ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
ভস্ম বুধবার
যোয়েল ২: ১২-১৮, সাম ৫১: ১-৪, ১০-১২, ১৫, ২ করি ৫: ২০--৬: ২, মার্ক ৬: ১-৬, ১৬-১৮

২৩ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
২ বিব ৩০: ১৫-২০, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ৯: ২২-২৫

২৪ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
ইসা ৫৮: ১-৯ক, সাম ৫০: ৩-৬, ১৮-১৯, মথি ৯: ১৪-১৫

২৫ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
ইসা ৫৮: ৯খ-১৪, সাম ৮৬: ১-৬, লুক ৫: ২৭-৩২

১৯ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৫৩ বিশপ জে বি আনসেলমো (দিনাজপুর)
+ ১৯৭৪ ব্রাদার লিও স্টোক্স এসএক্স (খুলনা)
+ ১৯৭৮ সিস্টার এম ভিন্সেন্সিয়া এমসি

২০ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+১৯৯৭ সিস্টার পাস্কাল এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০১১ সিস্টার লুইজিনা রোজারিও এসসি (ঢাকা)

২১ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৯৬ সিস্টার থিওডোরা চেম্পালিল এসসি (ঢাকা)
তপস্যাকাল - ২০২৩

২২ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ২০০৬ সিস্টার কামিল্লা আন্দ্রেয়লা এসসি (রাজশাহী)
+ ২০০৬ সিস্টার মেরী রত্না এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৯ সিস্টার মেরী এথেরিস্তা ডি'রোজারিও আনএনডিএম (ঢাকা)

২৪ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৫৪ সিস্টার এম কনডিইড আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৫৯ ফাদার উইলিয়াম মারফি সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৬ বিশপ মাইকেল অতুল ডি' রোজারিও (খুলনা)

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

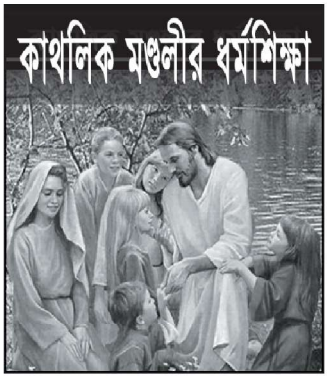

॥এ॥ দণ্ডমোচনসমূহ

১৪৭১: খ্রীষ্টমণ্ডলীতে দণ্ডমোচন সম্পর্কে শিক্ষা ও তা অনুশীলন অনুতাপ সংস্কারের ফলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত।

দণ্ডমোচন কি?

"দণ্ডমোচন হল ঈশ্বরের সামনে ক্ষণিক শাস্তির মোচন, যে শাস্তি পাপ করার দরুন তার প্রাপ্য ছিল এবং যে-পাপের ক্ষমা ইতোমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। যথাযথ অন্তর ভাবাপন্ন বিশ্বস্ত খ্রীষ্টভক্ত নির্দেশিত কতিপয় শর্তাধীন খ্রীষ্টমণ্ডলীর ক্রিয়ার মাধ্যমে এই দণ্ডমোচন পেতে পারে। মুক্তিসাধনের সেবাকর্মী হিসেবে এই দণ্ডমোচনের দ্বারা খ্রীষ্টমণ্ডলী, খ্রীষ্ট ও সাধু-সাধ্বীগণের ক্ষতিপূরণের শক্তিসম্পদ ক্ষমতা সহকারে বিতরণ ও প্রয়োগ করে।"

"একটি দণ্ডমোচন আংশিক বা পূর্ণ দণ্ডমোচন হয় যখন ইহকালে পাপের শাস্তি আংশিক বা পূর্ণভাবে মোচন করা হয়। খ্রীষ্টভক্তেরা নিজেদের জন্য দণ্ডমোচন লাভ করতে পারে মৃত ভক্তদের উদ্দেশ্যে তা প্রয়োগ করতে পারে।

১৪৭২: খ্রীষ্টমণ্ডলীর এই ধর্মতত্ত্ব ও প্রথা বুঝতে হলে পাপের দ্বৈত পরিণাম সম্পর্কে বুঝতে হবে। গুরুতর পাপ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনবন্ধন থেকে আমাদের বঞ্চিত করে, তাই শাশ্বত জীবনলাভে আমরা অসমর্থ হই। এই বঞ্চিত-অবস্থাকে বলা হয় পাপের "অনন্ত শাস্তি"। অন্যদিকে প্রতিটি পাপ, এমনকি লঘু পাপও সৃষ্টবস্তুর প্রতি অশুভ আকর্ষণ সৃষ্টি করে, যা' থেকে এই জগতে অথবা মৃত্যুর পর, অর্থাৎ শুচ্যগ্নিস্থানে পরিশোধিত হতে হবে। এই পরিশোধন পাপের 'সাময়িক শাস্তি' থেকে একজনকে মুক্ত করে দেয়। এই দুই প্রকার শাস্তিকে ঈশ্বর কর্তৃক আরোপিত কোন রকমের প্রতিশোধরূপে ধরে নেওয়া উচিত নয়, কেননা এগুলো হল পাপের প্রকৃতির পরিণাম। প্রগাঢ় ভালবাসা থেকে উদ্ভূত মনপরিবর্তন পাপীকে পূর্ণ শুদ্ধি দান করতে পারে এমনভাবে যে, আর কোন শাস্তিই তখন প্রাপ্য থাকে না।

১৪৭৩: পাপের ক্ষমা এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাপের অনন্তকালীন দণ্ডমোচনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, কিন্তু পাপের সাময়িক দণ্ড থেকে যায়। সকল প্রকার যাতনা ও পরীক্ষার মধ্যে ধৈর্য ধরে, মৃত্যু যখন আসে তখন প্রশান্তভাবে তার মুখোমুখি হয়ে, খ্রীষ্টভক্তেরা পাপের সাময়িক দণ্ডকে ঐশ অনুগ্রহরূপে গ্রহণ করবে। তাকে দয়া ও ভালবাসার কাজসমূহ, এবং তার সঙ্গে প্রর্থনা ও প্রায়শ্চিত্তের বিভিন্ন অনুশীলন দ্বারা, সম্পূর্ণভাবে 'পুরাতন মানুষকে' পরিত্যাগ ক'রে 'নতুন মানুষকে' পরিধান করার চেষ্টা করতে হবে।

সিদ্ধগণের মিলন-সংযোগে

১৪৭৪: যে খ্রীষ্টভক্ত, তার পাপের শুদ্ধর জন্য এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের সাহায্যে পবিত্র হওয়ার সাধনা করে, সে একা নয়। "ঈশ্বরের প্রত্যেক সন্তানের জীবন খ্রীষ্টের মাধ্যমে, খ্রীষ্টের অতীন্দ্রিয় দেহের অতিপ্রাকৃত একত্মতায়, একই অতীন্দ্রিয় ব্যক্তিরূপে, অন্যান্য খ্রীষ্টান ভাইবোনদের জীবনের সঙ্গে বিস্ময়করভাবে সংযুক্ত"।

১৪৭৫: সিদ্ধগণের মিলন-সংযোগে, "যারা ইতোমধ্যেই স্বর্গীয় আবাসে পৌছেছে, যারা শুচ্যগ্নিস্থানে পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করছে এবং যারা এখনও এ জগতে তীর্থযাত্রী - তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে ভালবাসার একটি চিরন্তন যোগবন্ধন বিরাজ করছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রাচুর্যময় মঙ্গলের বিনিময়ও বিরাজ করছে"। এই বিস্ময়কর বিনিময়ে একজনের পবিত্রতা অন্যজনের উপকার করছে, একজনের পাপের পরিণামে অন্যের ক্ষতি হচ্ছে তার চেয়ে ঢের বেশী। সিদ্ধগণের মিলন-সংযোগের আশ্রয় গ্রহণ, পাপের দণ্ড থেকে অনুতপ্ত পাপীকে অধিক সত্বর ও ফলপ্রসূভাবে পরিশোধিত করে।

১৪৭৬: সিদ্ধগণের মিলন-সংযোগের এই আধ্যাত্মিক সম্পদকে আমরা মণ্ডলীর ঐশ্বর্যভাণ্ডারও বলে থাকি, যা "শত শত বছরব্যাপী সঞ্চিত জাগতিক সম্পদের সমষ্টি নয়। কিন্তু 'মণ্ডলীর ঐশ্বর্যভাণ্ডার' হল অসীম মূল্যবোধ, যে কখনও নিঃশেষিত হবে না, যা খ্রীষ্টের পণ্যফল, ঈশ্বরের সামনে বিদ্যমান। এসবই নিবেদন করা হয়েছে যাতে সমস্ত মানবজাতি পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে এবং পরমপিতার সঙ্গে মিলন অর্জন করতে পারে। স্বয়ং মুক্তিদাতা খ্রীষ্টেতে পাপের ক্ষতিপূরণ এবং

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

১ম পাঠ : লেবীয় ১৯: ১-২, ১৭-১৮
২য় পাঠ : ১ করি ৩: ১৬-২৩
মঙ্গলসমাচার: মথি ৫: ৩৮-৪৮

পুজনবর্ষের 'ক' চক্রের সাধারণ কালের সপ্তম রবিবারের পবিত্র শাস্ত্রপাঠগুলো যথাক্রমে লেবীয় পুস্তক, করিন্থীয়দের কাছে সাধু পলের ১ম পত্র এবং মথি অনুসারে পবিত্র মঙ্গলসমাচার থেকে নেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রপাঠগুলো আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারে ভালবাসার সীমানা ও নিশানা প্রতিবেশিকে ছাড়িয়ে শত্রুর দিকে ধাবিত করতে এবং নিজেদের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করে পবিত্র আত্মার মন্দির হয়ে ওঠতে।

পবিত্র মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত হয়েছে, পর্বতের উপরে যিশুর উপদেশ বা শিক্ষাদানের কিছু অংশ। যিশুর শিক্ষা ভিন্নধর্মী ও ব্যতিক্রমী। যিশুর সময়ে যেমনিভাবে বর্তমানেও তাঁর শিক্ষা ব্যতিক্রমী। বর্তমান ডিজিটাল বাস্তবতায় ইউটিউবে অনুসন্ধান করলেই আমরা ব্যতিক্রমী মানুষের সমাহার দেখতে পাবো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ভিডিও ক্লিপ এক ক্লিকেই ভেসে আসবে আমাদের ডিভাইসের স্ক্রিনে। হেলেন কেলার মাত্র ১৮ মাস বয়সে তার দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তথাপি তিনি ব্যতিক্রমী মানুষ হয়ে ওঠেছিলেন তার সীমাবদ্ধতাকে জয় করে। তার সহায়তাকারীর সাহায্য নিয়ে তিনি পড়াশুনা করে গ্রাজুয়েট হন এবং প্রতিবন্ধীদের সেবাকাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৪টি বই রচনা করে তিনি ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠেন। বিশ্বে ভীষণ সমাদৃত 'হ্যারী পর্টার' গ্রন্থের লেখক জে কে, রোলিং যখন প্রথম বইটি রচনা করেন তখন তিনি চরম দরিদ্র ছিলেন। দরিদ্রতা তাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি প্রকৃতপক্ষেই একজন ব্যতিক্রমী মানুষ। দরিদ্রতার কারণে তিনি হতাশা ও উদ্বেগের স্বাভাবিক ধারাতে নিজেকে আটকে রাখেননি। বরং দৃঢ়তা ও সংকল্পের সাথে জীবন পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এমনিভাবে আজকে আমাদের সামনে অনেক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব আছেন যারা স্বাভাবিক ধারাতে জীবনযাপন ও বাস্তবতাকে গ্রহণ বা অনুসরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তারা নিজেদের এবং অন্যদের জীবনে পরিবর্তন সৃষ্টি করেছেন।

খ্রিস্টানরা হলো সেই রকম মানুষ যারা নিজেদের ও অন্যদের জীবনে শুভ পরিবর্তন সৃষ্টি করার জন্য আহ্বান পেয়েছে। আমরা খ্রিস্টানরা ব্যতিক্রমী কেননা প্রভুই আমাদের আহ্বান ও মনোনীত করেছেন। যিশু তাঁর শিষ্যদের ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ দেন যারা সমাজ প্রবর্তিত রীতি-নীতির উর্ধ্বে চিন্তা করবে। তাইতো তিনি আজকের পাঠে বলেন, তোমরা যদি শুধু নিজেদের ভাইদের সঙ্গেই কুশল আলাপ কর, তবে কী ই বা এমন কিছু করলে? বিধর্মীরাও কি ঠিক তাই করে না।... এই চিন্তাটি নিয়েই আমরা এ সপ্তাহে অনুধ্যান করতে পারি। আমরা কিভাবে আমাদের ভালবাসায়, গ্রহণীয়তায় ও যত্নশীলতায় ব্যতিক্রম হতে পারি, তা নিয়ে গভীর চিন্তা করতি পারি। চিন্তার খোরাক হিসেবে কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে।

১) সহজ-সরল কাজগুলোতে মনোযোগ দেওয়া: খুব সহজ-সরল কাজ করেই যিশু তাঁর শিষ্যদের ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠার পথ দেখান। কাউকে শুভেচ্ছা বা শুভ কামনা জানানো খুবই সাধারণ ও সহজ একটি কাজ, যা কখনো কখনো উল্লেখ করার মতোও নয়। তথাপি ছোট বিষয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের ছোট-খাট বিষয়গুলো- যেমন, আচার-আচরণ, অঙ্গ-ভঙ্গি, আবেগ-অনুভূতি ও এগুলোর প্রকাশ অন্যদের প্রভাবিত করে। তাই এটা বলা হয় যে, তুমি বৃহত্তর কোন ভাল ফলাফল প্রত্যাশা করো তাহলে ছোট-খাট ও অনুল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ তরকারিতে পরিমাণ মত অল্প লবণ দেওয়া। খুব সহজ ও আটপৌড়ে একটি কাজ, কিন্তু তাতে যদি মনোযোগ না দেই তাহলে কষ্ট করে রান্নার সমস্ত আয়োজনই ভেস্তে যাবে। তাই ছোট ও সহজ কাজ ও চিন্তাগুলোতে আমাদের সকলকেই মনোযোগ দিতে হবে।

২) উত্তমতার প্রত্যাশা: 'স্বর্গে বিরাজমান তোমাদের পিতা যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র, তেমনি তোমাদেরও হতে হবে সম্পূর্ণ পবিত্র' *(মথি ৫:৪৮)*। সকলকে পরম পিতার মত পবিত্র হবার আকাঙ্খা রাখতে হবে। যদিও আমরা কেউও তাঁর মতো পবিত্র হতে পারবো না; তথাপি যিশু প্রত্যাশা করেন আমরা যেন উত্তমতার দিকে পরিচালিত হই। উত্তমতা হবে চরিত্রের, সদগুণের ও ভালবাসার। কেননা আমরা মানুষেরা সৃষ্টির সেরা জীবন ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছি। আমরা সকলেই উত্তম হতে পারি - এ উপলব্ধিটা অবিরত যেন আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত থাকে। ধনী-গরীব, সুশ্রী-বিশ্রী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, প্রতিবেশি-বিদেশী, পক্ষীয় বা বিপক্ষীয় সকলকে ভালবাসার মধ্যদিয়েই আমরা আমাদের উত্তমতার পরিচয় দিতে পারি। যারা আমাদেরকে ভালবাসবে না তাদেরকেও ভালবাসার একটি চ্যালেঞ্জ যিশু তাঁর শিষ্যদের মধ্যদিয়ে আমাদেরকে দান করছেন। *'যারা তোমাদের ভালবাসে, শুধু তাদেরই যদি ভালবাস, তবে তোমরা কী পুরস্কারই বা আশা করতে পার' (মথি ৫:৪৬ক)*? ভালবাসার কারণেই একজন খ্রিস্টান অন্যদের চেয়ে ব্যতিক্রমী। জগৎ যেভাবে ভালবাসে আমরা সেভাবে ভালবাসি না। তাই যিশু বলেন, তোমরা শুনেছ যে, প্রাচীন কালের মানুষদের এই কথা বলা হয়েছিল: তোমরা প্রতিবেশিকে ভালবাসবে আর তোমরা শত্রুকে ঘৃণা করবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি: তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালইবাস; যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর। আজকের ১ম পাঠে প্রতিবেশিকে ভালবাসার বিষয়টি বেশ জোরালো ও বিশদভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। *'স্বজাতি মানুষদের ওপর কোন আক্রোশ রাখবে না। তোমার প্রতিবেশিকে তুমি নিজের মতো ভালবাসবে' (লেবীয় ১৯:১৮)*। প্রতিবেশিকে ভালবাসা ও তাদের মঙ্গল করা খুবই ভাল কাজ। এর চর্চা অবিরত করে যেতে হয়। যিশু তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে আরো বেশি দাবি করে বলেন, যেন তারা তাদের শত্রুদের ভালবাসেন। যেমনটি তিনি ক্রুশে থেকে করেছিলেন।

সাধারণত যারা আমাদেরকে আক্রমণ বা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে ক্ষতিসাধন করে তারাই শত্রু। তবে যারা রাজনৈতিক, দর্শনগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক-সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্নভাবে বিরোধীরা করে তাদেরকে আমরা শত্রু বলে গণ্য করতে পারি। জীবনপথে চলতে গিয়ে আমাদেরকে অবশ্যই অনেক শত্রু ও বিরোধীতার মুখোমুখি হতে হয়। এটি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। আমার বিরোধীতা করছে বলে কি আমিও নিজেকে তার শত্রুতে পরিণত করছি? যারা আমাদের বিরোধীতা করে তাদের প্রতি আমাদের কি ধরণের মনোভাব? আমরা কেউ কেউ শত্রুকে ধ্বংস করার উপায় খুঁজি বা না পারলে অভিশাপ দেই; যেন ঈশ্বর তাকে শাস্তি দেন। কিন্ত আমাদের মনে রাখতে হবে, ঈশ্বর কাউকে ক্ষমা না করে থাকেন না। কেননা তিনি ভাল-মন্দ সকলেরই পিতা। পিতার পুত্র যিশু তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছেন বিরোধীদের

(৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভস্ম বুধবারের অনুধ্যান

করিন্থীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসী ভক্তদের প্রতি পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র

(ভস্ম বুধবারের *'অফিস অব রিডিং'*-এর দ্বিতীয় পাঠ)

ভাবানুবাদ: ফাদার ইউজিন জে আনজুস সিএসসি

ছবি: ইন্টারনেট

অনুতাপ কর!

এসো, খ্রিস্টের রক্তের প্রতি আমাদের চিন্তা নিবদ্ধ করি, এবং ধ্যান করি পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে সেই রক্ত কতনা পবিত্র, তা এতটাই পবিত্র যে, পরিত্রাণের উদ্দেশে তা পাতিত হয়ে সকল মানুষের জন্য প্রায়শ্চিত্তের অনুগ্রহ উন্মুক্ত করে দিল। আমাদের একটু অনুধাবন দরকার যে, আমাদের পূর্ব-প্রজন্মের প্রত্যেকজন মানুষের জন্য প্রভু অনুতাপের সুযোগ দান করেছেন যারা তাঁর কাছে ফিরে আসার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেছে। ধর্মপ্রাণ নোয়া যখন সকলকে মন পরিবর্তনের আহ্বান জানালেন, তখন যারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করল তারা সকলেই রক্ষা পেল। যখন যোনা নিনিভে শহর ও শহর-বাসিদের ধ্বংসের কথা ঘোষণা করলেন, তখন সেখানকার অধিবাসী সকলেই তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হল এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে ক্ষমা-প্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্ত-বলি নিবেদন করল; আর তারা তো এভাবে পরমেশ্বরের অভিসম্পাত থেকে মুক্তি লাভ করল, যদিও তারা পরমেশ্বরের মনোনীত জন ছিল না, বরং তারা ছিল ভিন জাতির মানুষ।

যাঁরা পরমেশ্বরের অনুগ্রহের সেবাকর্মী ছিলেন, তাঁরা সকলেই পবিত্র আত্মার প্রেরণায় মনপরিবর্তনের বাণী ঘোষণা করেছেন। সকল মানুষের প্রভু নিজেই তো মনপরিবর্তনের বাণী ঘোষণা করেছেন, এবং তা করেছেন একটি শপথ করেই: আমার জীবন দ্বারা, প্রভু বললেন, আমি পাপী মানুষের মৃত্যু চাই না, বরং আমি চাই তার মনপরিবর্তন। তিনি এর সাথে আরো যোগ করলেন এই দয়ায় পূর্ণ বাণী: "হে ইস্রায়েল জনগণ, মন ফেরাও, আর তোমার অধর্ম থেকে ফিরেই এসো তুমি। আমার আপন জনগণের সন্তানদের বল তুমি, যদিও তোমার পাপ পৃথিবী থেকে ঊর্ধ্বলোক পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে, যদিও সেগুলো টকটকে লালবর্ণের থেকেও রক্তিম আর চটের কাপড়ের থেকেও কুৎসিত কালো, তথাপি তুমি যদি মনে-প্রাণে আমার কাছে ফিরেই আস এবং 'পিতা' বলে ডাক, তাহলে আমি তোমার মিনতি শুনব যেমন শুনেছি সকল ধার্মিকজনদের মিনতি।"

এভাবেই, তাঁর আপন শক্তিময় ইচ্ছায় তিনি তাঁর এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন যে তাঁর প্রেমময়তায় সৃষ্ট সকল মানবের জন্যই মনপরিবর্তন হবে উন্মুক্ত।

অতএব, এসো আমরা তাঁর সার্বভৌম ও গৌরবান্বিত অভিপ্রায়ের কাছে নতমস্তক হই। এসো, আমরা তাঁর দয়া ও মহানুভবতা যাচনা করি, আর নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদ যা শুধু মৃত্যুতেই শেষ হয়, তা নিয়ে সময় নষ্ট না করে এসো, আমরা বরং তাঁর প্রেমময়তার নিকট নিজেদের সমর্পন করি।

ভ্রাতৃগণ আমার, এসো, আমরা একটু বিনম্র হই; এসো, আমাদের আত্মগর্ব, দাম্ভিকতা আর নির্বোধ ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করি, এবং পবিত্র বাইবেল আমাদের যা শিক্ষা দেয় তাই করি। পবিত্র আত্মা আমাদের এই শিক্ষা দেন: প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর জ্ঞানের জন্য গর্ব করে না; তেমনি শক্তিমান ব্যক্তিও তার শক্তি নিয়ে অহংকার করে না, ধনী মানুষও তার ধনসম্পদ নিয়ে বড়াই করে না; যদি কেউ গর্ব করতেই চায়, তবে সে প্রভুকে নিয়েই গর্ব করুক, তাঁর সন্ধান করুক এবং ন্যায্যতা ও সততার সাথে কাজ করুক। আরো নির্দিষ্ট ভাবে বলছি, প্রভু যিশুখ্রিস্ট কোমলতা ও সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষায় যা বলেছেন এসো আমরা তা স্মরণ করি। তিনি বলেন, দয়ালু হও, যাতে তোমরাও দয়া লাভ করতে পার; পরকে ক্ষমা কর, যেন তোমাদেরকেও ক্ষমা করা হয়। তোমরা নিজেরা যা করছ, তোমাদের প্রতিও তা-ই করা হবে, অন্যকে যেমন দান করছ, তোমাদেরও তেমনিই দান করা হবে, তোমরা যেমন ভাবে পরের বিচার করছ, তোমাদেরও সেই মত বিচার করা হবে; তোমরা যেমন পরের প্রতি দয়া করছ, তোমাদের প্রতিও তেমনি দয়া করা হবে। তুমি যে মাপে অপরকে মেপে দিচ্ছ, তোমাকেও ঠিক সেই মাপেই মেপে দেওয়া হবে। এই বিধান ও আজ্ঞা তাঁর পবিত্র বাণীর প্রতি অনুগত থাকার জন্য এবং অন্তরে বিনম্রতা সহকারে জীবন-যাপন করার জন্য আমাদের সংকল্প দৃঢ়তর করে তুলুক; কেননা পবিত্র বাণী বলে, যে মানুষ বিনম্র ও শান্তি প্রিয় তাকে ছাড়া আমি আর কার যত্ন নেব?

এইরূপে, আমরা সহভাগিতা করতে পারি এমন এক বিশাল ও গৌরবময় সফলতার ঐতিহ্য সঞ্চিত রয়েছে আমাদের জন্য। এসো, আমরা বিলম্ব না করে বরং অতি সত্তর ফিরে যাই সেই প্রশান্তিপূর্ণ অবস্থায় যা পূর্ব থেকেই আমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, যেন আমরা সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে পারি। এসো, আমাদের পরম পিতা ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টার প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, আর যখন আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে তাঁর দানস্বরূপ শান্তি হল অমূল্য ও তুলনাহীন, তখন এসো, আমরা তা নিজেদের জন্য লাভ করতে এগিয়ে যাই!

মূল রচনা: Letter of Pope Clement I to the Corinthians, [Chapters 7, 4-8, , 3; 8, 5-9, 13, 1-4; 19, 2], Second Reading of the Office of Readings of Ash Wednesday, The Divine Office, Vol. II, pp. 6-7.

ভস্ম : পাপ ও দুর্বলতার প্রতীক

সুনীল পেরেরা

প্রায়শ্চিত্ত কালের প্রস্তুতিপর্ব রূপে খ্রিস্টমণ্ডলীতে চল্লিশ দিন নির্দিষ্ট রয়েছে। এই সময় খ্রিস্টানদের বিশেষভাবে অনুতপ্ত হওয়ার জন্যে আহ্বান জানানো হয় । এ আহ্বান পরম গুরুত্বপূর্ণ। তপস্যাকালের প্রথম দিন ভস্মবুধবারের উপাসনায় পাঠ করা হয় "দেখ এইতো অনুগ্রহদানের সময়, এই তো পরিত্রাণের দিন।" খ্রিস্টযাগের সময় প্রত্যেকের কপালে ভস্ম দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে বলা হয়: "হে মানব, মনে রেখো, ধূলিতেই তোমার জন্ম ও ধূলিতেই তুমি আবার ফিরে যাবে।" ধর্মানুষ্ঠানে এই একবারই ভক্তবৃন্দকে শুধু মানব বলে সম্বোধন করা হয় ভ্রাতৃবৃন্দ বা নাম ধরে নয়।

'মহা পতনে'র কাহিনী থেকে এই কথা গুলি নেওয়া। এই ক'টি কথা আমাদের মাটির ধূলোয় নামিয়ে আনে, নামিয়ে আনে আমাদের দুঃখ-যন্ত্রণায়। এই ভস্ম-ক্রুশ চিহ্ন এক পরম সত্যের প্রতীক: তাই এই ভস্ম বুধবার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমাদের যেন ভুল না হয়। ছ'সপ্তাহ কাল আমাদের নিজেদের কাছে খাঁটি থাকতে হবে তারই সূচনা এই ভস্ম বুধবার। অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো এখন আমরা মন থেকে আর সরিয়ে রাখব না- শান্ত, সংযত হয়ে বারবার নিজেদের বলব; 'হে মানব, মনে রেখো...।

আমাদের জীবনকে মহত্তর করে তোলার এই হলো পরম ক্ষণ, মন পরিবর্তনের এই হল অবসর। এ কাল প্রায়শ্চিত্তের কাল, যখন আমরা যা কিছু আমাদের সেবা, ভক্তি, প্রেমের ভাবনাকে খণ্ডিত করে তার বিরুদ্ধে অন্তরে স্বাধীনতা রক্ষার দুর্গ গড়ে তুলি। তপস্যাকালের প্রথম রবিবারে সমাচার পাঠের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে মরুভূমিতে যিশুর পরীক্ষা, যখন যিশু তাঁর জীবনের লক্ষ্য একান্ত সেবা থেকে তাঁকে বিচ্যুত করার সমস্ত প্রয়াস প্রতিহত করেছিলেন।

তপস্যাকালে আমাদের করণীয় কি? অতীতে একটা সুনির্দিষ্ট উপবাস-বিধি ছিল যাতে লোকের মনে হতো তারা একটা কিছু পালন করছে। উপবাস বিধিতে বর্তমানে বেশ কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। এখন মাত্র দু'দিন (ভস্ম বুধবার ও পুণ্য শুক্রবার) উপবাসের বিধি থাকায় তপস্যাকালে উপবাস আর অধিকাংশ লোকের কাছেই মুখ্য বিষয় নয়। উপবাসের পরিবর্তে তা হলে কি করা উচিত?

তপস্যাকাল উৎসবের সময় নয়-সংযত ভাবে বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার সময়। মঙ্গলসমাচারের অন্তর্নিহিত ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই সময়ে 'সজাগ থেকে' আমরা সততার আলোক-বর্তিকাটি নিজেদের মধ্যে জ্বালিয়ে নেই। অন্তিম যাতনায় রক্তাক্ত হতে চলেছেন যে প্রভু- তাঁর সঙ্গে একান্ত হয়ে আমরা স্বীয় অন্তরে ঈশ্বরের প্রভুত্ব আবার সঞ্জীবিত করে তুলি। যে প্রেম আমাদের প্রেরণার উৎস তা-ই এই তপস্যাকালকে প্রত্যেকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপস্থাপিত করে। অনেকে মনে করেন এই সময় শুধুই আহার বা ধূমপানে সংযত হওয়ার সময়। অন্যদের কাছে আবার তা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে ও গৃহের কার্যাদির কঠোর পর্যালোচনা, দুঃখ-কষ্টে সহিষ্ণু হওয়ার এক নতুন প্রয়াস, অন্যের প্রয়োজনের প্রতি আরও বেশি সজাগ থাকা। একটি একান্ত বাস্তব ও প্রয়োজনীয় কর্তব্য হচ্ছে দুঃস্থদের জন্য অর্থদান। এ সময় মঙ্গলসমাচার পাঠে এই মর্মে এক সাবধানবাণী ও মিনতি আছে; "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই দীনতম ভাইদের এক জনেরও জন্যে তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই জন্যে করেছ।" তপস্যাকালে প্রার্থনার উপর আরও বেশি জোর দিতে হয়। শুধু একা নয় পরিবারের সবাইকে যোগ করতে হবে আরও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য। খ্রিস্টের অন্তিম যাতনা স্মরণে ধ্যান করতে হবে। এক কথায় তপস্যাকাল হলো উপযুক্ত বিচার বিবেচনা করে অন্তর দিয়ে পাপ-স্বীকারের সময়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রাতেও কিছুটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য থাকা উচিত। এসময় ধর্মোৎসব বাদ দেওয়া হয় এবং বিশেষ কারণ ছাড়া বিবাহও অনুষ্ঠিত হয় না। দৈনন্দিন জীবনেও উৎসব-আড়ম্বর না থাকলেই ভালো হয়।

তপস্যাকালের প্রথম রবিবারে আমরা মরুপ্রান্তরে খ্রিস্টের তপস্যায় যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ হই। দ্বিতীয় রবিবারে আমরা তাবর পর্বতে নীত হই যেখানে রূপান্তরিত খ্রিস্টকে দেখে আমরা আমাদের তপস্যাকালীন সংগ্রামের শেষ পরিণাম সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি। পঞ্চম রবিবার থেকে খ্রিস্টের ভাবী যাতনাভোগের চিন্তা ক্রমে ক্রমে উপাসনার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। স্বর্গীয় মহিমার কথা মনে করিয়ে দিতে পারে এমন সব সন্তদের প্রতিকৃতি বেগুনী রংয়ের কাপড়ে ঢেকে রাখা। এমনকি ক্রুশ চিহ্নটিও, বেগুনী আচ্ছাদনে ঢেকে রাখা হয়। এই সপ্তাহের মঙ্গলসমাচার-পাঠ খ্রিস্ট ও ফরিসীদের মধ্যে বেদনাদায়ক বাদ প্রতিবাদ থেকে আরম্ভ করা হয়। অসত্যের বিরুদ্ধে যিশুর সংগ্রামকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টমণ্ডলীর সমস্ত ভাব-ভাবনা আবর্তিত হয়।

তপস্যাকাল বা প্রায়শ্চিত্তকাল নিয়ে ভাবতে গেলে মনে হতে পারে হয়তো এটাই আমার জীবনের শেষ প্রায়শ্চিত্তকাল। যে কোন মুহূর্তে পরকালের চিরসত্য নিয়মের ডাকে চলে যেতে হতে পারে। তাই এই মুহূর্তটি আমাদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যা করার, যা পুণ্য অর্জনের এটাই মোক্ষম সময়। তাই আমাদের পুণ্য অর্জন করে পরকালের জন্য প্রস্তুত থাকতে হলে নিয়মিত ধ্যান-প্রার্থনা, দান-দক্ষিণা এবং ক্রুশের পথের মধ্যদিয়ে নিজের অন্তরে প্রশ্ন করি, আমি কী সত্যিই আবার ধূলিতে মিশে যাবো? ঈশ্বর তো মাটি দিয়ে তাঁর আপন সাদৃশ্যে আমাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একটা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। এবং এই সময় পার হলেই আবার ধূলিতে বিলীন হতে হবে, জীবনের হিসাব দিতে হবে। অন্যদিকে এই ধূলিতে বিলীন হয়ে মৃত্যুকে জয় করে খ্রিস্টের সাক্ষাৎ পাবো অর্থাৎ পুনরুত্থানের সহভাগী হবো। কিন্তু জীবদ্দশাতে আমরা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে চাকচিক্যের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করি এবং পাপ করি। আর ভস্ম হলো আমাদের পাপ ও দুর্বলতার প্রতীক। তাই ভস্ম আমাদের জীবনের দুইটি পর্যায়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রথমত আমাদের পাপের দাসত্ব, দ্বিতীয়ত প্রায়শ্চিত্ত বা তপস্যাকালে প্রবেশের কথা। এ সময় পাপ এবং দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে তা সংশোধনের কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হয়। ভস্ম অনুতাপের কথা স্মরণ করে দেয়, প্রায়শ্চিত্তের স্পৃহা জাগ্রত করে। ফলে পাপস্বীকার করে নতুন জীবনে চলার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে। উপবাস, দান, সেবাকাজে ব্যাপৃত হই।

আমরা প্রতিনিয়ত পাপে নিমজ্জিত হই, কিন্তু ঈশ্বর কখনো পাপীকে পরিত্যাগ করেন না। তাই তপস্যাকালে আমরা যেন ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। তিনি আমাদের ছোট ছোট ক্রুশ দেন আমাদের মন পরিবর্তনের জন্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: পরিপ্রশ্ন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ধূলিতে যার জন্ম ধূলিতে তার অবসান

(৫ পৃষ্ঠা পর)

ফাদার প্রশান্ত এল গমেজ

জন্ম, মৃত্যু ও জীবন (পুনরুত্থান) মানব জীবনের এই তিনটি সত্য শব্দ প্রক্রিয়া চলমান। জন্মিলে মরিতে হবে চিরন্তন সত্য, অনিবার্য এবং বাস্তব। রবিঠাকুরের ভাষায় "মরিতে চাহিনা আমি এই সুন্দর ভুবনে" উক্তিটি যথার্থ বাস্তব। সৃষ্টি অপূর্ব ও বৈচিত্রময় ও সৌন্দর্য মণ্ডিত। মহান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সৃষ্ট জগৎ ক্ষণস্থায়ী, তবে একদিন সবই ধূলিসাৎ হবে। তবে ঐশবাক্য চিরস্থায়ী। ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য কোনদিন বিলুপ্ত হবেনা। ধূলির জগৎ, ধূলির মানুষ আমরা ধূলিতেই বিলীন হয়ে যাব। ভস্ম বা ছাই কপালে লেপনের মাধ্যমে মণ্ডলীতে শুরু চল্লিশদিন ব্যাপী প্রায়শ্চিত্তকাল উপবাস, প্রার্থনা ও দয়া ভিক্ষার মাধ্যমে আত্মিক কল্যাণ বা পবিত্র হওয়ার উপযুক্ত সময়। উপবাস দুইভাবে করা হয়ে থাকে প্রথমত: বাহ্যিক দ্বিতীয়: অভ্যন্তরীণ শুচিতা। বাহ্যিক উপবাস, মাংসাহার ত্যাগ। তাছাড়া শারীরিক কষ্ট, ত্যাগ স্বীকার বিভিন্ন উপাদেয় খাদ্য থেকে বিরত থাকি। আভ্যন্তরীন উপবাস ধ্যান-প্রার্থনা, রোজারিমালা আবৃতি, ক্রুশের পথ, পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ, পুণর্মিলন সাক্রামেন্ত, নির্জন ধ্যান, প্রতিদিন বাইবেল পাঠ, গান, নীরবতা, আত্মিক অনুশীলন, ধর্মীয় চেতনাবোধ, আত্ম সংযম, সপ্তরিপু থেকে বিরত থাকা, কু-সংস্কার, কু-অভ্যাস ত্যাগ করা, সংযত থাকা নিজেকে, নেগেটিভ সমালোচনা, পরনিন্দা, আত্ম মূল্যায়ন, আত্মসচেতন থাকা ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পালনে বিশ্বস্ত থাকা, হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করা, পার্থিব ভোগ-বিলাস, মোহ থেকে বিরত থাকা, সর্বোপরি ঈশ্বর ও মানুষের সাথে সুসম্পর্ক রাখা প্রায়শ্চিত্তকালে আমাদের করণীয় দিক সমূহ। তাছাড়া আমাদের স্মরণ রাখা উচিত কিরূপে আধ্যাত্মিকভাবে শুচিতা অর্জন করব। আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে আমরা যেন লোক দেখানো উপবাস না করি বরং আত্মার কল্যাণ কিভাবে হয় তাই করা উচিৎ। তবে বলে রাখি যে, ছাই বা ভস্ম শুধু মাত্র বাহ্যিক চিহ্নই প্রকাশ করেনা এটা আত্মিক চিহ্নও বটে। 'হে মানব স্মরণ রেখ, তুমি মাত্র ধূলিতেই মিশে যাব।' ভস্ম বা ছাই আশা বা প্রত্যাশার চিহ্নও বটে। ছাই যে শুধুমাত্র জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে তাই নয় এটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যেন আমাদের আত্মার ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি ও সৃষ্টি করে। ছাই আমাদের আরও স্মরণ করিয়ে দেয় যত দুর্বল আমরা, নশ্বর, পাপী আমরা। তাই প্রায়শ্চিত্ত ও উপবাসের মাধ্যমে নিজেদেরকে উপযুক্ত ও খাঁটি করে তুলি। আমরা যদি পুরাতন জীর্ণতা ত্যাগ না করি তাহলে নবীনতায় উত্তীর্ণ হতে পারব না। পাপময়তা, দোষ, অপরাধ হলো জীর্ণতার জীবন, আত্মিক সজীবতা, নবীনতায় উৎকর্ষ সাধন করতে গেলে কঠোর, তপস্যা, প্রার্থনা মননশীল হতে হবে। প্রায়শ্চিত্তকাল হলো ক্রুশের পথ ধরে যিশুর সাথে চলা, কালভারী ও যিশুর মৃত্যুর সহভাগী হওয়া।

প্রায়শ্চিত্তকাল হলো ঈশ্বরের সান্নিধ্য, নৈকট্য লাভ করা, ঈশ্বরের দিকে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত সময়। এই প্রায়শ্চিত্তকাল হলো ভোগ-বিলাস, পার্থিব বিষয় থেকে মুক্ত হওয়ার উপযুক্ত সময়। আমাদের নৈতিক আচরণ সংশোধন, মনোভাব, দৃষ্টি বা মত পাল্টানোর সময়। ছাই লেপনের মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেয় ধূলি দিয়ে সৃষ্টি মানুষ, একদিন ধূলিতেই ধূলিসাৎ হবে। আমাদেরকে আজ মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, মৃত্যু আনিবার্য ও চিরন্তন সত্য। তাই এই ছাই বা ভস্ম কপালে ধারণ করি শুধু মাত্র বাহ্যিক চিহ্ন বা আনুষ্ঠানিকতায় নয়, তা হলো মনোভাব, পাপীর মন পরিবর্তনের মহাকাল। কারো মৃত্যুতে আমরা শোকাচ্ছন্ন হই, বিলাপ করি, দুঃখ প্রকাশ করি, মন ভারাক্রান্ত মনে চির বিদায় সমাধি দিয়ে আসি, প্রার্থনা করি যেন মৃতভক্তকে ঈশ্বর চিরশান্তি প্রদান করেন। কিন্তু আমরা কোনদিন নিজেদের চিন্তাভাবনা করে দেখিনা, নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত, অনুশোচনা, মন পরিবর্তনের বা ঈশ্বরের দিকে আসার চিন্তাও করিনা। হে পাপী তুমিও একদিন সমাধিতে নামিবে। অতল গহ্বরে, অন্ধকারাচ্ছন্ন বিছানায় চিরশায়িত হয়ে থাকতে হবে, যেখানে থাকবে না আলোর দীপশিখা, নিথর একাকি দেহ অবসান জীবনহীন হয়ে পড়ে থাকতে হবে। বর্তমানে পরিবারে পরিবারে কলহ দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সমাজে দেশে বিশ্বে যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রাণহানি, সম্পদ লুণ্ঠন, ক্ষমতার বাহাদুরি, আশান্তি, জাতিতে জাতিতে বৈষম্য, প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা, প্রভাব প্রতিপত্তি, সম্পদের অঢেল পাহাড়, দুর্নীতি, খুন মামলা-মকদ্দমা, স্বার্থপরতা, ঝগড়া সবই অসাড় হয়ে থাকবে। চিরতরে সর্বস্বত্যাগ করে একাই চলে যেতে হবে। কখন প্রভুর ডাক আসে তা কে জানে। তাই এই প্রায়শ্চিত্তকাল আমদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে অনুতপ্ত হও, মন ফেরাও অনন্ত জীবন রাজ্যে যাবার প্রস্তুতি নাও॥

প্রতি তাদের মনোভাব হবে জগৎ থেকে ব্যতিক্রমী। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালইবাস এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন তারা পরিবর্তিত হতে পারে। এ প্রার্থনার সময়কাল বেশ দীর্ঘও হতে পারে। তাইতো বিরোধী ও শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করার মধ্যদিয়ে আমরা ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠতে পারি। কেননা ভালবাসার মধ্যদিয়েই সবকিছু জয় করা সম্ভব। শত্রুরা যখন আমাদের বিদ্ধ করে যিশুর সাথে একাত্ম হয়ে আমরাও যেন বলতে পারি, পিতা, এদের ক্ষমা করো, কারণ এরা কি করছে তারা তা জানে না।

৩) আত্ম-প্রতারণা চিনতে পারা: সত্য ঘটনা থাকা সত্ত্বেও যখন কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে কোন কিছু নিয়ে চিন্তা করে তা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাকে আত্ম প্রতারণা বলা যেতে পারে। আমাদের ধার্মিক কাথলিক খ্রিস্টানদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, তারাই শুধু ঠিক পথে আছেন এবং অন্য ধর্ম থেকে তারা বড় ও ভাল; কারণ তারা খ্রিস্টান। এ মনোভাবাপন্নদের ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিয়ে মন পরিবর্তন করতে আজকের ২য় পাঠ বলছে, *'তোমরা কেউ নিজের সঙ্গে প্রতারণা করো না: তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে এই সংসারের আদর্শে জ্ঞানী বলেই মনে করে, তবে প্রকৃত জ্ঞানী হওয়ার জন্য সে মূর্খই হয়ে উঠুক' (১ করিন্থীয় ৩:১৮)*। এই আত্ম-প্রতারণা দূর হবে যখন একজন নিজেকে পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ করবে এবং বুঝতে ও উপলব্ধি করতে শুরু করবে সে আসলে কে: *'তোমরা নিশ্চয় জান যে, তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির: এবং এ-ও জান যে, ঈশ্বরের সেই পরম আত্মা যিনি, তিনি তোমাদের অন্তরে বাস করেন। কেউ যদি ঈশ্বরের সেই মন্দির ধ্বংস করে, তাহলে ঈশ্বরর তাকে ধ্বংস করবেন, কারণ ঈশ্বরের মন্দির যে পবিত্র -আর তোমরাই হলে তাঁর সেই পবিত্র মন্দির' (১ম করিন্থীয় ৩:১৬-১৭)*।

পুরাতন নিয়মে মন্দির ঈশ্বরের উপস্থিতি নির্দেশ করে। ইস্রায়েলীয়রা সাধারণত বছরে ৩ বার মন্দিরে তীর্থ করতো। যেখানে তারা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকতে চাইতো এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ, ক্ষমা ও পুনর্মিলনের জন্য মন্দিরে আসতো। আমরা কতো ভাগ্যবান যে, আমরা ঈশ্বরের মন্দির। পুরাতন নিয়মের মন্দিরের মতো- আমি কি ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রকাশ ঘটাই, আমি কি তাঁর আশীর্বাদ, ক্ষমা ও পুনর্মিলন ছড়িয়ে দিতে নিজেকে গঠিত করছি॥

হে মানব, তুমি ধূলিতেই মিশে যাবে একদিন

এলড্রিক বিশ্বাস

মানুষ মরণশীল। মানুষকে একদিন মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ পেতেই হবে। এ জগতে অমরত্বের দাবীদার কেউ হতে পারবে না। একমাত্র মানব জাতির মুক্তিদাতা প্রভু যিশুখ্রিস্ট মৃত্যুর পর পুনরুত্থান করে চল্লিশ দিন পৃথিবীতে থেকে প্রমাণ করেছেন তিনিই মৃত্যুঞ্জয়ী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কবিতায় এ জগতকে নিয়ে লিখেছেন "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে. মানবের মাঝে আমি, বাঁচিবারে চাই।"

মানুষ চায় বহুদিন যেন সে এ জগতে বাঁচতে পারে। মানুষ বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল করাসহ শারীরিক কসরত, বিশ্রাম ও নানাবিধ কর্মসূচী ও নতুন নতুন চিন্তা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য ব্যর্থ দায়িত্ব পালন করে চলছে। স্বয়ং খ্রিস্টযিশু আমাদের জন্য বাণী রেখেছেন- 'আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস করে, সে মরলেও জীবিত হবে *(যোহন ১১:২৫-২৬)*।'

আমরা দেখি স্বাভাবিক মৃত্যু ও অস্বাভাবিক মৃত্যু। স্বাভাবিক মৃত্যুর চেয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু আমাদের বেশি কষ্ট দেয়। কিভাবে মৃত্যু হতে পারে। স্বাভাবিক মৃত্যু, বয়স হয়ে মৃত্যু, অসুখ হয়ে মৃত্যু, হঠাৎ মৃত্যু (স্ট্রোক) এছাড়া এক্সিডেন্ট, অপমৃত্যু, আন্দোলনে মৃত্যুসহ আমাদের জন্য পিতা ঈশ্বরের কি পরিকল্পনা আছে তা আমরা জানি না। আগামীকাল মানুষের জন্য পিতা ঈশ্বরের কি চিন্তা তা মানুষ জানে না। মানুষ কি সৃষ্টিকর্তাকে সব সময় স্মরণ করতে প্রস্তুত? সাধারণ মৃত্যুর গ্যারান্টি সকলেই চায় যেহেতু মরণশীল মানুষকে একদিন এ জগতের মায়া ত্যাগ করতে হবে সেহেতু প্রতিটি মানুষের উচিত সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করা।

পবিত্র বাইবেলে পাই, "টাকা-পয়সা, জমা-জমি, সৌন্দর্য্য ও ভোগ-বিলাসিতা এখন আর কাজের নয়। তারা সবই ছেড়ে গেছেন; সঙ্গে শুধু নিয়েছেন তাদের কর্মফল, স্বর্গসুখ নয় শাস্তি *(প্রত্যাদেশ ১১:১৩)*।"

"যারা প্রভুকে জেনে ও প্রভুতে বিশ্বাসী হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাদের জীবন অমরত্বে পূর্ণ, তাদের পুরস্কার তারা পাবেই অনন্তধামে *(প্রজ্ঞা ৩:১)*।"

আমাদের সবসময় প্রস্তুত থাকা উচিত ঐশ জগতের জন্য। আমরা সবসময় মনে করি জীবনের আরো অনেক সময় আছে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্য, তাঁর প্রশংসা করার। কিন্তু আমাদের জীবনে প্রতিটি দিনই প্রস্তুতির দিন, অনুগ্রহ লাভের দিন। যিশুখ্রিস্টের উপর অগাধ বিশ্বাস ও তাঁর বাণী পালনের মাধ্যমে আমরা হতে পারি খ্রিস্টের একান্ত অনুসারী।

আমাদের এই সীমাবদ্ধ ও ক্ষণিকের জীবনযাত্রায় জীবনধারা অবশ্যই হওয়া উচিত খ্রিস্টপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম ভিত্তিক। তাহলে আমাদের জীবনে সকল অনৈতিকতা কেটে গিয়ে খ্রিস্টের বাণীকে আমরা অন্তরে স্থান

ছবি: ইন্টারনেট

দিতে পারবো। আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, যে কোন সময় সৃষ্টিকর্তা পিতা ঈশ্বরের ডাক শোনার জন্য। আধ্যাত্মিক অনুশীলন মানুষের মনকে করে ঈশ্বর ভীতি এবং মানুষ সকল প্রকার অন্যায্যতা, অপকর্ম থেকে বিরত থাকে। সব সময় পিতা ঈশ্বরকে স্মরণ করে। প্রাত্যহিক প্রার্থনা জীবনে স্থান পায়। এজন্য একজন ধর্মভীরু মানুষ সব সময় প্রস্তুত থাকে পিতা ঈশ্বরকে স্তুতি ও ধন্যবাদ জানাতে। আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য কি? সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করা, তাঁর স্তুতি করা, তাঁর একমাত্র পুত্র প্রভু যিশুখ্রিস্টেতে বিশ্বাস ও তাঁর বাণী বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা। এভাবে আমরা এ মর্ত্যের রাজ্য থেকে ঐশ রাজ্যে প্রবেশের পথ সুগম করতে পারি। পবিত্র বাইবেল দেখি, "খ্রিস্টের সঙ্গে যদি আমরা মরে থাকি, তবে তাঁর সঙ্গে আমরাও জীবিত থাকবো *(তিমথি ২:১১)*।"

আমরা আমাদের ক্ষমতার দাপটে বহুকিছু করে থাকি। তৃতীয় নয়ন কিন্তু সবকিছু দেখছে। সমাজে যারা চুপচাপ থাকে, তারা সবকিছু খেয়াল করে। দাপটের চোটে অনেকে সত্য কথা বলে না, কিন্তু অন্তর থেকে ঘৃণা করে থাকে। নির্বাচন নিয়ে নেতাদের ক্ষমতার টানা হেচরায় অসহায় সাধারণ সদস্যরা। স্বার্থের জন্য, ক্ষমতাকে হাতের মুঠোয় আনতে নেতার কোর্ট-কাচারী, উকিল-খরচ, মদ, খানাপিনা, কাউকে ম্যানেজ করতে প্যাকেট বন্টন কিছুই বাদ যাচ্ছে না। অথচ আজ মরলে কাল হবে দুই দিন। কি হবে পরিষ্কার আত্মাকে কালো করে! আমরা কি নিজেকে মূল্যায়ন করি, কার জন্য আমার ক্ষমতার এতো দাপট!

আমাদের সকলেরই ব্যক্তি জীবনে আছে অহংকার, লোভ, ক্ষোভ, রাগ, ক্ষমতার প্রতিপত্তি ... আরো অনেক কিছু আছে টাকা পয়সা ও সম্পদের প্রাচুর্যময় জীবন এবং প্রতিনিয়ত যে যেই অবস্থান আছি তার থেকে আরো উন্নতিতে ও উৎকর্ষতায় জীবনকে সুন্দর করার অবিরাম প্রয়াস। কিন্তু যেদিন পিতা ঈশ্বরের ডাকে এ মর্ত্যের মায়া ত্যাগ করতে হবে-সেদিন সকল দম্ভ ও সম্পদের প্রতিপত্তি থেকে যাবে, শুধু আমাদের এ নশ্বর দেহটি মাটির ঘরে স্থান পাবে। অনেকে কান্না করবে বেদনার্ত হবে-তাও একদিন শেষ হবে। তবুও কথা থেকে যায়- জীবদ্দশায় আমাদের আচরণ, কাজের স্বীকৃতিই মৃত জীবনে নিয়ে বয়ে বেড়ায় নানা কথা- সেই কথার বেড়াজালে যেন একটি কথা প্রাধান্য পায় যে কথা আমাদের জীবদ্দশার স্মৃতিকে বারংবারের জন্য, খ্রিস্টের বাণীকে অন্তরে স্থান দেয়ার জন্য, বাণীকে কাজে পরিণত করার জন্য। কথাটি কি, যা লোকমুখে বলাবলি হবে (মৃত লোকটি) একজন ভাল লোক ছিলেন॥

ভাষা সৈনিকদের অমর গাঁথা

ডেভিড স্বপন রোজারিও

মহান শহীদ দিবসের এ মাহেন্দ্রক্ষণে, সমস্ত শহীদদের প্রতি বিনম্র-শ্রদ্ধা জানিয়ে ভাষা আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি মাত্র। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের, ১৩ ফেব্রুয়ারি, করাচীতে এসেম্বলী বসে। আর সেই এসম্বলীতে প্রস্তাব করা হলো এসেম্বলীর সদস্যরা কেবলমাত্র উর্দু অথবা ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন। তখন পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেস পার্টির এসেম্বলীর মেম্বার ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত তীব্র প্রতিবাদে ফেঁটে পড়লেন। তিনি বললেন বাংলাকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ লোক তাদের মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলে। তাদেরকে উপেক্ষা করা ভীষণ অন্যায় হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ, প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁন এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর খাঁজা নাজিম উদ্দীন সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। যার জন্য প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়।

সে সংবাদ যখন ঢাকা এসে পৌঁছে গোটা ছাত্র ও যুব সমাজ বিক্ষোভে ফেঁটে পড়ে। ১১ মার্চ ঢাকা শহরে হরতাল ডাকা হয় এবং একটি বিক্ষোভ মিছিলেরও আয়োজন করা হয়। সেই বিক্ষোভ মিছিল থেকে প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতারা গ্রেফতার হলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শামসুল হক, আবদুল মতিন, শেখ মুজিবুর রহমান, আব্দুল ওহাব, আব্দুল মালেক প্রমুখ।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্না ঢাকা সফরে আসেন। তিনি দু'টো জনসভা করেন এবং জনগণের সমস্ত দাবী উপেক্ষা করে, ২১ মার্চ ঘোষণা দিলেন, কেবল উর্দূই হবে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। জনগণ দারুণভাবে হতাশ হয়ে পড়েন। মুসলিম লীগের উপর থেকে তাদের সমস্ত আস্থা উঠে গেলো। বিক্ষুদ্ধ রাজনৈতিক নেতারা বাধ্য হয়ে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করলেন এবং জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এর নেতা নির্বাচিত হলেন।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ আব্দুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় Action Committee গঠন করা হয়। ফলে আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বেগবান হতে থাকে। সারাদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। শ্লোগানে শ্লোগানে ভরে যায় দেশ, আর ঠিক সেই আন্দোলনের মুখে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর খাঁজা নাজিমউদ্দীন ঢাকা এলেন এবং এক জনসভায় আবারও একই ঘোষণা দিলেন, 'উর্দূই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'।

সমস্ত ছাত্র ও যুব সমাজ গর্জে উঠলো "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, বাংলা চাই"। আন্দোলনরত ছাত্ররা ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হরতাল ডাকলো। পরদিন ৩১ জানুয়ারি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে "সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ" গঠন করলেন এতে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক নির্বাচন করা হয়। পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে সারা দেশে হরতাল আহ্বান করেন এবং একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারী করে সব ধরনের মিটিং-মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় পরিষদের নেতারা ২০ ফেব্রুয়ারি এক জরুরী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যে কোন ভাবে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে হবে। সে মোতাবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সকাল ১১টায় এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, প্রফেসারগণ সর্বশ্রেণির জনগণ, স্কুল ও কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এসে জমায়েত হতে থাকে। নেতৃবৃন্দ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে থাকেন, শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পরিবেশ। তাদের একটিই প্রাণের দাবী রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, বাংলা চাই। অস্ত্রধারী পুলিশেরা গেটের বাইরে অপেক্ষা করতে থাকে। ছাত্র-জনতা শ্লোগান দিতে দিতে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য বীরদর্পে এগিয়ে যায়। পুলিশ প্রথমে টিয়ার গ্যাস ছুড়ে ছাত্র জনতার মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করতে চায়। ছাত্র-জনতা মরিয়া হয়ে পুলিশের বেরিকেট ভেঙ্গে ফেলে। পুলিশ নির্দয়ভাবে লাঠি চার্জ করে। তারপরও পুলিশ এই বিশাল জনতাকে কন্ট্রোল করতে না পেরে নগ্নভাবে তাদের উপর গুলি চালায় এতে জব্বার, বরকত, সালাম, রফিকসহ একটি ন'বছরের ছেলে অলিউল্লাহ শহীদ হয়। আরও অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং গ্রেফতার হয়। রাজপথ ভাষা শহীদদের রক্তে রঞ্জিত হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা কলেজের পাশে ২৩ ফেব্রুয়ারি একটি অস্থায়ী শহীদ মিনার তাৎক্ষণিকভাবে নির্মাণ করে। তারা একটি কাগজের মধ্যে "শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ" লিখে শহীদ মিনারে টাঙ্গিয়ে দেয়। প্রথম শহীদ মিনারটি স্পন্সর করেন সরদার পিয়ারু। তিনি ছিলেন পুরাতন ঢাকার পঞ্চায়েত সরদার। কিন্তু দুর্ভাগ্য ২৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান আর্মিরা মিনারটি উড়িয়ে দেয়।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ২৯ ফেব্রুয়ারি জনতার অবিরাম চাপের মুখে পাকিস্তান সরকার মাথা নত করে এবং ঘোষণা করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়ভাষা বাংলা ও উর্দু হবে। জনতার দাবী মানলেও এ বৈষম্য আচরণের জন্য সংগ্রাম চলতে থাকে।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে মহান স্থপতি হামিদুর রহমানের নক্শা ও পরিকল্পনায় বিশাল জায়গা নিয়ে সেই ভেঙ্গে ফেলা শহীদ মিনারটি পুণঃনির্মাণ শুরু করেন এবং শেষ হয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। শহীদ মিনারটি শহীদ আবদুল বরকতের মা হাসিনা বেগম উদ্বোধন করেন।

কিন্তু ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময় আমাদের প্রেরণার উৎস শহীদ মিনারটি বুলডোজার দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আবার নতুন করে আরও বর্দ্ধিত আকারে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান শহীদ মিনারটি নির্মাণ করা হয়।

একুশের রক্তপাত আমাদের প্রেরণা ছিলো। আর সেই সূত্র ধরে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

মায়ের ভাষা বিনে মিটে কি মনের আশা

লরেন্স বেসরা

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও ধর্মের ভিত্তিতে ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া বিভক্তির ফলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। জনসংখ্যার বিচারে বর্তমান বাংলাদেশে মুসলিম লোকসংখ্যা বেশি হওয়াতে তা পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ ও প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকেরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবে বাংলার জনগণের উপর অত্যাচার ও নানারকম বৈষম্য প্রদর্শন করত। পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল অত্যন্ত প্রকট। মোট জাতীয় বাজেটের সিংহভাগ বরাদ্দ থাকত পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। পশ্চিমা শাসকদের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের ফলে পূর্ব পাকিস্তান চরম অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার হয়। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পাকিস্তান সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে এবং মানুষের মনে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। কেবল অর্থনৈতিক শোষণ নয়, বাঙালি ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপরও নানা ধরণের নিপীড়ন শুরু হয় এবং এই দুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত হতে থাকে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে করাচীতে একটি জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন হয় এবং সেখানে ঘোষণা করা হয় যে, উর্দূ এবং ইংরেজি হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা। এর প্রতিবাদে পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ এবং জনগণ গর্জে ওঠে এবং বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও আলোচনা সভায় দাবী ওঠে যে "বাংলা এবং একমাত্র বাংলাকেই পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।" বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে "রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শহরের অন্যান্য কলেজের ছাত্ররা বাংলাকে অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে বাদ দেয়ার প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা করেন যে, "উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই" হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা এবং যারা এর বিরোধিতা করবে তারাই হবে পাকিস্তানের দুশমন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে তিনি অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করেন। এর প্রতিবাদে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে "সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় ভাষা কর্মী পরিষদ" গঠিত হয় এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত "আরবি হরফে বাংলা লেখার" তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। ওই দিন ১৯৫২ খ্রিস্টব্দের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ধর্মঘট ও মিছিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এইদিকে, পাকিস্তানী সরকার সব ধরণের মিছিল, মিটিং ও সমাবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য ১৪৪ ধারা আইন জারী করে।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ৯টার দিকে ছাত্র ও সাধারণ জনতা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে মিছিল, সমাবেশ ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য সমবেত হতে থাকে। সকাল ১১টার দিকে বিক্ষুব্ধ ছাত্র ও সাধারণ জনতা বিশাল মিছিল ও সমাবেশ নিয়ে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই সময় মিছিলের উপর পাকিস্তানী পুলিশ গুলি চালায় এবং পুলিশের গুলি তে সালাম, রফিক, জব্বার ও বরকত নিহত হয় এবং অনেক ছাত্র ও জনতা আহত হয়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা মেডিকেল এর পাশে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয় এবং শহীদ সফিউর রহমানের পিতাকে দিয়ে এর উদ্বোধন করানো হয়। পরবর্তীতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবে অনেক প্রতিবাদ ও আলাপ-আলোচনার পরে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের "রাষ্ট্রীয় ভাষা" হিসেবে অফিসিয়ালি স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সেই থেকে বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা এবং প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রভাতফেরি, শহীদ মিনার-এ পুষ্পস্তবক অর্পণ ও নানা ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি যে ভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হল:

২১ ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার পিছনে বাংলাদেশের ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের অবদান রয়েছে। কেননা, ভাষার জন্য সংগ্রাম, রক্ত ও জীবন দেয়ার ইতিহাস একমাত্র বাংলাদেশের রয়েছে যা পৃথিবীর অন্য কোনদেশের ইতিহাসে নেই। মহান ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম ও অর্জন এখানে একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত ও মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে। ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার পিছনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অনেক অবদান রয়েছে। রফিকুল ইসলাম নামে একজন কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশী ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ জানুয়ারি তৎকালীন জাতি সংঘের সেক্রেটারি কফি আনান সাহেবকে একটি চিঠি লিখেন। যার বিষয়বস্তু ছিল, পৃথিবীর ভাষাসমূহকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস ঘোষণা করার এবং ২১ ফেব্রুয়ারিকে তিনি উল্লেখ করে বলেন যে, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে মাতৃভাষার প্রতি অধিকার অর্জনে বাংলাদেশে মানুষ জীবন দিয়েছে। পরবর্তীতে, এর পক্ষে অনেক বিস্তারিত তথ্য ও উপাদান উপস্থাপন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়। এর সূত্র ধরে, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর সর্বপ্রথম ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। পরবর্তীতে, ২০০২ খ্রিস্টাব্দে জাতি সংঘের সাধারণ অধিবেশনে পৃথিবীব্যাপী প্রচলিত সব ভাষা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও বহুজাতিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ করার জন্য ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০২০ খ্রিস্টব্দের ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "সীমান্ত বিহীন ভাষা" অর্থাৎ ভাষার ব্যাবহার ও গতিবিধি এক দেশ থেকে আর এক দেশে, যার কোন নির্দিষ্ট গণ্ডি ও সীমাবদ্ধতা নেই।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলা ভাষা হোক উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলা ভাষার অবস্থান ৭ম এবং প্রায় ২৭০ মিলিয়ন মানুষ বাংলায় কথা বলে। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে, জাতি সংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাকে জাতিসংঘের অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানান। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কোর জরিপে বাংলাকে পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আজ বাংলা ভাষা শুধু বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। প্রবাসীদের কল্যাণে বাংলা ভাষা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি আফ্রিকার দেশ সিয়েরালিওনে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষাকে অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আজ আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন, "অভ্রলিপি" এর মাধ্যমে সহজেই মোবাইল ও কম্পিউটার থেকে ইংরেজি ফন্ট ব্যবহার করে বাংলা লিখতে পারি। এই জন্য "ভাষা হোক উন্মুক্ত" ও "অভ্রলিপি" এর উদ্ভাবক ডা: মেহেদি হাসানকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। তাই বাংলা ভাষা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক এবং অবিরত বিস্তার লাভ করুক ভাষা শহীদদের মাসে এই কামনাই করি॥

অনীহা ও দূষণমুক্ত বাংলা ভাষা!

রকি রায়

শুরু করি একটা ছোট ঘটনার মধ্যদিয়ে। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ বড়দিনের সকাল, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের একটি সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রামে একজন মিশনারী ফাদারের সাথে আমি বড়দিনের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে যাই। খ্রিস্টযাগ শেষে গ্রামবাসীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরে ফাদার এবং আমি একটি বাড়িতে দুপুরের আহার গ্রহণ করতে যাই। বাড়ির বড়ছেলে স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে ঢাকায় থাকেন। ভদ্রলোক ফাদারের সাথে কথা বলছিলেন, কিছুক্ষণ পরে ৪-৫ বছরের একটি ছোট ছেলে দৌড়ে আসল আমাদের কাছে, বুঝতে বাকী রইল না ওর বাবাই আমাদের সাথে কথা বলছে। একটা দীর্ঘ সময় সাঁওতাল এলাকায় থাকার সুবাদে আমি সান্তালী ভাষা কিছুটা রপ্ত করেছিলাম। আমি আমার পারদর্শিতা জাহির করতে শুরু করি এই ছোট ছেলের উপরে, মানে সান্তালী ভাষার কয়েকটা সাধারণ প্রশ্ন করেছিলাম ওকে। ওর মা হাতে করে চা নিয়ে এসে জানাল ও সান্তালী ভাষা পারে না, কারণ হিসেবে ব্যক্ত করল বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে তারা একই বাড়িতে বাস করে ঢাকাতে এবং ছেলেটির সহপাঠিরাও সবাই বাংলা বলে তাই তার আর সান্তালী ভাষা শেখা ও বলা হয় না। একটি দীর্ঘশ্বাস! একজন ব্যক্তি তার মাতৃ ভাষা শেখে তার পরিবারে সর্বোপরি তার মা-বাবার কাছে, পারিপার্শ্বিকতা বা খেলার সাথী পরবর্তী বিষয়। ঘটনাটি নতুন কিছু না, বা এটা যে শুধু সান্তাল বা অন্যান্য আদিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়। এটা সমস্ত বাংলাদেশীদের জীবনে ভাষার প্রতি অনীহার এক খণ্ডচিত্র। হ্যাঁ, ভাষার প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি অনীহার একটি খণ্ডচিত্র। আজকাল আমরা খুব সহজেই নিজেকে, নিজের পরিবার পরিজন ও সন্তানাদীদের বিদেশী ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষার উদ্যোগী করে তুলি। বিদেশী ভাষা শেখা অন্যায় বা নৈতিকতা বিবর্জিত কিছু নয় তবে পরিতাপের বিষয় হল তা যেন মাতৃভাষাকে অনীহা করে না হয়। ১৯৪৭-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে দমনের যে অপচেষ্টা হয়েছিল তা আজ অনেক বাঙালি পরিবারে দৃশ্যমান। সেই সময় পাকিস্তানিরা চেয়েছিল তাদের ভাষা আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে আর আমরা এখন স্বেচ্ছায় বিদেশী ভাষা ধ্বনিত করি এবং আমাদের সন্তানদেরও তা করতে বাধ্য করি। ভাষা আন্দোলনের পূর্বে পাকিস্তানিরা ছিল আমাদের ভাষা ধ্বংসের ষড়যন্ত্রকারী আর বর্তমানে আমরা সেই ষড়যন্ত্রের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। হরহামেশাই আমরা আমাদের সন্তানদের থামিয়ে দেই মাতৃভাষা বলতে। পাছে ভয় হয় কোনদিন এই সমস্ত শিশুর অন্তরাত্মা গেয়ে ওঠে সেই জাগরণের গান "ওরা আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়, ওরা কথায় কথায় শেকল পড়ায় আমাদেরই হাতে-পায়ে।"

পরের ঘটনাটি হল ভারতের পশ্চিম-বঙ্গের একজন সুপরিচিত ও জননন্দিত চিত্রনায়িকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকের একটি উদ্ধৃতি থেকে নেওয়া। তিনি লিখেছেন, "আমি বিয়ে করার জন্য পাত্র চাই। তবে শর্ত হল, পাত্রকে অবশ্যই টানা ১০ মিনিট নির্ভুল উচ্চারণে, শুদ্ধ ভাষায়, খাঁটি বাংলা বলার যোগ্যতা থাকতে হবে।" অদ্ভুত তো, এ আবার কেমন চাহিদা? একি কঠিন কিছু? বা অস্বাভাবিক কিছু? সত্যিই, কঠিন কিছু! বর্তমানে তার চাহিদামত পাত্র পাওয়া অনেক কঠিন একটা ব্যাপার। টানা দশ মিনিট বাংলা বলা শুদ্ধ মার্জিত উচ্চারণে অসাধ্য সাধনেরই ব্যাপার। বর্তমানে এই ভাষা দূষণের যুগে অনর্গল বাংলা বলা অতিপ্রাকৃতই বলে গণ্য হতে পারে। ভাষা দূষণ বিশেষণটা একটু কানে লাগতে পারে তবে অস্বাভাবিক কিছু না। বাংলা ভাষায় ইংরেজি তথা অন্যান্য ভাষার অনুপ্রবেশ, ভুল ও খামখেয়ালী উচ্চারণ প্রতি নিয়ত বাংলা ভাষাকে দূষিত করছে। অতি আধুনিক বা উচ্চ শিক্ষিত হিসেবে নিজেকে অন্যের কাছে প্রকাশের জন্য আমরা ব্যবহার করি দূষিত ভাষা। বাংলা বাক্যে (সৌ, বাট, হোয়াট, বিজি, ও মাই গড) এগুলো হল তার গুটি কয়েক উদাহরণ।

একবার একজন জেজুইট ফাদার নব্যালয় প্রার্থীদের বলেন, কোন ব্যক্তির ভাষার দক্ষতা বা ভাষাজ্ঞান নির্ভর করে তার নিজের মাতৃভাষা শুদ্ধ ও সুন্দর এবং অবিকৃতভাবে বলার মধ্যে এবং যখন সে বিদেশী ভাষায় কথা বলছে তা অন্যেরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে তার উপরে। আমি যখন মাতৃভাষায় কথা বলছি তা যেন বিদেশী ভাষা বর্জিত হয় এবং অন্যদের বোধগম্য হয়, উচ্চমার্গীয় শব্দ চয়নের ভারে তা যেন শ্রোতাকে আমার কাছ থেকে দূরে না নিয়ে যায়। এই হল কোন ব্যক্তির ভাষা বা ভাষাদক্ষতায় তার বহিঃপ্রকাশের চিহ্ন।

ভাষাই হল সংস্কৃতির বাহন, ভিত্তি বা সংরক্ষণাগার। একজন সুইস ভাষাবিদ ফার্দিনান্দ দি সসুর তার ভাষা দর্শনে বলেছেন, "একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তার ভাষাকে আগে ধ্বংস করতে হবে।" তারই অপচেষ্টা চালিয়েছিল পাকিস্তানী শাসকেরা ভাষা আন্দোলনের আগে। অনেক বাঙালি কবি সাহিত্যিকেরাও নিজ মাতৃভাষার বন্দনায় মুখর ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, বাঙালি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যিনি বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী ছিলেন, ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য সাধনায় ব্যর্থ হয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন এবং সফল হন। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রথম এশীয় এবং বাঙালির তকমা পাওয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন বাংলা ভাষায় রচিত গীতাঞ্জলীর জন্য, যা বিশ্বদরবারে বাংলা ভাষার পরিচিতিতে অনন্য অবদান রাখে। বাংলা পৃথিবীর বহুল ব্যবহৃত ভাষাগুলোর একটি এবং এটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ও শব্দবহুল ভাষা।

বর্তমান বিশ্বগ্রাম বা বিশ্বায়নের যুগে বিদেশী বা আন্তর্জাতিক ভাষা শেখা আমাদের জন্য সম্পদ স্বরূপ, তবে তা যেন মাতৃভাষাকে বর্জন ও নিগ্রহ করে না হয়। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাস বা ২১ ফেব্রুয়ারি যেন আমাদের মাতৃভাষার প্রতি বোধোদয়ের সময় হয়, যেন আমাদের হৃদয়ে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ও প্রীতি জেগে ওঠে। নতুবা বৃথাই হবে কালো কাপড়ের নিশান বুকে নিয়ে, খালি পায়ে ফুল হাতে শহীদ মিনারের উদ্দেশে গান গাওয়া "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।"

ভাষা সৈনিক আসগর আলী

আবু নেসার শাহীন

আসগর সাহেব চশমার দোকান থেকে বের হয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটছেন। এ শহরে একশ বছর পার হয়ে গেল। চোখের সামনে বদলে গেল সব। শুধু শহর বদলে যায়নি। শহরের মানুষগুলোও বদলে গেছে। কেমন যেন নিরামিষ, নিরানন্দ, বিরক্তিকর এক শহর। বাসে চেপে বসলে পথ আর শেষ হতে চায় না। মাঝে মাঝে মনে হয় গ্রামে চলে যেতে। কিন্তু সাহসে কুলোয় না।

দুই দিন পর ২১ ফেব্রুয়ারি। আজ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। কিছু পত্রিকায় সাক্ষাৎকারও ছেপেছে। এগুলো হলো ভাললাগা ভালোবাসার জায়গা। তবে ফেব্রুয়ারি মাস এলেই এক শ্রেণির লোক তাকে নিয়ে উৎসাহ দেখায়। আবার ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হলে কোথায় যেন হারিয়ে যায় এরা। শত ফোন করে আর এদের পাওয়া যায় না। তখন খুব কষ্ট লাগে। হাহাকার করে ওঠে বুক।

একটানা অনেকক্ষণ হাঁটার পর থামেন। পিছনে ঘুরে অবাক হন। রমেশ দাঁড়িয়ে আছে। মুচকি হাসছে। রমেশ বলল, দাদা একটু আস্তে হাঁটো। শেষে মাথা ঘুরে পড়ে গেলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। আমি কিছুই করিনি কিন্তু সবাই আমাকে দোষারোপ করবে। যেন সবকিছুর জন্য আমি দায়ী।

সেটাই তো স্বাভাবিক রমেশ। আমি তোর সঙ্গে এসেছি। আমার দায়িত্ব তোর। তোর জায়গায় অন্যজন হলে তাই হতো। এখন বুঝলি?

হুঁ। সব বুঝেছি। কিন্তু দাদা এ বয়সে তোমার বাইরে বের হওয়া কি দরকার। মানি রিসিপ্ট নিয়ে আমি চশমা নিতে পারতাম না।

তা পারতি। আসগর সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

কি হল দাদা?

না কিছু না।

কিন্তু আমি জানি। তুমি বাইরে বের হওয়ার জন্য একটা না একটা অজুহাত খোঁজো। বাইরে আসলে তুমি খুব খুশি হও। ঠিক বাচ্চাদের মত। রমেশ এবার চুপ কর। গাড়ি কোথায় রেখেছিস?

একটা মার্কেটের আন্ডার গ্রাউন্ডে। তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর। আমি এক দৌড়ে গিয়ে গাড়ি নিয়ে আসছি।

ঠিক আছে যা। রমেশ চলে যায়। তার খুব বিরক্ত লাগে। মনে হচ্ছে শাহবাগ মোড় ঢেকে রাখা হয়েছে। রাস্তার উপর মেট্রো রেলের লাইন। কেমন যেন অন্ধকার আর গোমট ভাব। এতটুকু জায়গা পার হতে দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়। এই জায়গাটায় এলে খুব অস্থির হয়ে পড়ে সবাই।

অনেকক্ষণ পর রমেশ এলো। আসগর সাহেব গাড়িতে ওঠে বসেন। রমেশ বলল, এবার কোন দিকে যাবো দাদা? কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ না থাকলে বাড়ি চলো। সবাই তোমার জন্য খুব চিন্তা করে।

আর বেশি দিন বোধহয় চিন্তা করতে হবে না। শরীর খুব খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে যে কোন সময় হিক ওঠে সব শেষ হয়ে যাবে। বাড়ির দিকে চল।

এভাবে বলবে না প্লিজ। তুমি একজন ভাষা সৈনিক। বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রাম করেছো। তোমার কত নাম ডাক! গাড়ি চলতে শুরু করে।

হা হা হা।

হাসছো কেন দাদা?

ভালো কথা মনে করেছিস। একটা টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিতে হবে। আর মাহবুব মুর্শেদকে আসতে বল বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা দিতে হবে।

আচ্ছা দাদা মাহবুব মুর্শেদের কি কাজ?

আমি লিখতে পারি না। হাত কাঁপে। আমি বলি মাহবুব লিখে দেয়। এবার বুঝলি?

হ্যাঁ। জলের মত সব পরিষ্কার। আর দাদা সেদিন তো তোমার শরীরেও গুলি লেগেছিল?

তুই এত কিছু জানলি কি করে?

তুমি একজন বিখ্যাত লোক। আর আমি তোমার গাড়ির ড্রাইভার ও পিএস। বুঝতে পারছি এগুলি আমি অনেকবার বলেছি। তুই আমার লেখা বইগুলো পড়ে জেনে নিস।

না দাদা তোমার মুখে শুনতে চাই। তোমার মুখে শুনতে আমার খুব ইচ্ছে। তুমি বল।

এখান থেকে ধানমন্ডি যেতে অনেক সময় লাগবে। অথচ দূরত্ব এত বেশি না। আসগর সাহেব নিচু গলায় বললেন।

দাদা কিছু বললে? গাড়ি থামে। সামনে বিশাল জ্যাম। গাড়ির কাঁচে ঠকঠক শব্দ হয়। একটা কম বয়সী ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। রমেশ গাড়ির কাঁচ নামিয়ে বলল, কি চান?

আমি মহি আহমেদ। সাংবাদিক। স্যারের সাক্ষাৎকার নেওয়ার কথা।

রমেশ ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, সাংবাদিক মহি আহমেদ। তোমার সাক্ষাৎকার নিতে চায়। কি বলবো?

গাড়িতে তুলে নে।

আচ্ছা। মহি আহমেদ গাড়িতে ওঠে, গুড ইভিনিং স্যার। আপনার বাসায় যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আপনাকে গাড়িতে দেখে খুব অবাক হচ্ছি। এ সময় তো বাসায় থাকার কথা।

আজকাল আর কোন কিছু মনে থাকে না। তোমার সাথে দেখা হয়ে ভালোই হল। তোমার প্রোগ্রামের নাম কি?

একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

ও। আসগর সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। মহি আহমেদ খাতা কলম বের করে। একটার পর একটা প্রশ্ন পড়ে শুনান।

ইউনেস্কো ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ঠিক?

জ্বি স্যার।

চোখের সমস্যার জন্য পড়তে পারি না। আমার একজন শ্রুতি লেখক আছে। ওর নাম মাহবুব মুর্শেদ। তার সাহায্য নিয়ে আমি এ বয়সেও লেখালেখি করে যাচ্ছি। খুব ভালো স্যার। বিষয়টি অত্যন্ত পজিটিভ। আমরাও চাই আপনি লেখালেখি করেন। অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৩ এ আপনার একটি প্রবন্ধের বই বেরিয়েছে।

আসলে কি লিখতে কি লিখেছি আমি নিজেও জানি না। তবে যারা বইটি পড়েছে তারা খুব ভালো বলেছে।

এবার স্যার খুব ছোট করে সেদিনের ঘটনা বলুন তো। আমি আপনার লেখা বইতে পড়েছি। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে আপনার মুখে ঘটনা শোনার।

আমার ও, রমেশ মুচকি হেসে বলল।

তখন আমি সদরঘাট এলাকায় থাকতাম। টগবগে তরুণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিকেলে এদিক ওদিক ঘুরাঘুরি করি। একদিন এক চায়ের দোকানে কিছু লোকজনের সাথে পরিচিত হই। সাধারণ লোক। কিন্তু তাদের দেশপ্রেম আছে। দেশের প্রতি খুব টান ওদের। প্রথম দিন আড্ডা মেরে বাসায় ফিরে আসি। এরপর প্রায় প্রতিদিনই ঐ দোকানে যাই।

পেটে যে গুলি লেগেছে সেটা বল দাদা? রমেশ মাঝখানে কথা বলে ওঠে। আপনি চুপ করুন। স্যারকে কথা বলতে দিন। স্যার আপনি বলুন। তারপর ...।

তাদের কথাবার্তা শুনে আমার মধ্যে দেশপ্রেম জন্মে। আমি ভাষা আন্দোলনের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠি।

ও বুঝছি। আবার ও রমেশ কথা বলে ওঠে।

আহা! আপনি চুপ করুন তো। আপনি বেশি কথা বলেন। মহি আহমেদ প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

রমেশ একটু চুপ করবি। আমি যখন বলতে শুরু করেছি, তখন সব বলবো। একটু ধৈর্য ধর।

আর এমন হবে না দাদা। আর এমন হবে না। তুমি বল। এ সময় মোবাইল বাজে।

বাংলা মোটর জ্যামে আটকে আছি। বাসার দিকে আসছি। চিন্তার কোন কারণ নেই। ঠিক আছে। আসগর সাহেব কথাগুলো বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। চোখ বুজে একটু ভাবেন। কোথায়

শেষ করছেন ঠিক মনে করতে পারছেন না। কোথায়! কোথায়! কোথায়!

অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর মনে পড়ে। বোতলের ছিপি খুলে ঠক ঠক করে পানি খায়। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। চারদিকে মাগরিবের আযান পড়ছে। আসগর সাহেব বললেন, তোমাদের ক্ষুধা লেগেছে?

না স্যার। আপনি বলুন। আমার আবার তাড়া আছে। রাতে ট্রেনে চট্টগ্রাম যেতে হবে।

কেন? চট্টগ্রাম যাবে কেন?

কাল থেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আয়োজনে জিমনেসিয়াম মাঠে অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ শুরু হচ্ছে।

ও। তা তুমি অফিসের কাজে সেখানে যাচ্ছ?

জ্বি স্যার। আপনার সাক্ষাৎকার কাল আমাদের পত্রিকায় ছাপা হবে। এরপর কি হল স্যার?

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ বা ৮ ফাল্গুন ১৩৫৮। আমাদের মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা অবমাননার অজুহাতে আমাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। আমার পেটে গুলি লাগে। মুহূর্তে আমি লুটিয়ে পড়ি। কিছু লোক আমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে।

তারপর কি হল? মহি আহমেদ উদ্বিগ্ন হয়ে উদাস গলায় প্রশ্ন করে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাসায় এসে জানতে পারি সেদিন গুলিতে শহীদ হন বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের ছেলে রফিক, সালাম, এমএ ক্লাসের ছাত্র বরকত ও আব্দুল জব্বারসহ আরও অনেকে।

স্যার একটু পানি খাবেন।

না ঠিক আছে। কথার মাঝখানে কেউ কথা বলবে না।

জ্বি স্যার। কিন্তু স্যার ঘটনা আপনি সংক্ষেপে বলছেন। আর একটু ব্যাপকভাবে বলা যায় না?

যায়। কিন্তু বলার ইচ্ছে করছে না। আসগর সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন।

২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহীদ হন শফিউর রহমান শফিক, রিক্সাচালক আউয়াল এবং অলিউল্লাহ নামক এক কিশোর।

এ সবকিছুই আমরা জানি। কিন্তু আপনার মুখে ঘটনা শুনে যে আনন্দ তা বলে বোঝানো যাবে না। তারপর বলুন স্যার। এরপর কি হল?

২৩ ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়িয়ায় ছাত্র জনতার মিছিলেও পুলিশ অত্যাচার নিপীড়ন চালায়।

এ সময় মাহবুব মুর্শেদের ফোন আসে। রমেশ ফোন রিসিভ করে বলল, দাদা একটু ব্যস্ত। আপনি ঘন্টা খানেক পর ফোন দেন।

ঠিক আছে। আমি কিন্তু উনার জন্য অপেক্ষা করছি।

ঠিক আছে। তাহলে ফোন রাখছি।

আচ্ছা।

আপনার শরীর ঠিক আছে স্যার?

ঠিক আছে। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাতারাতি ছাত্রদের দ্বারা গড়ে ওঠে শহীদ মিনার।

তারপর ...।

২৪ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউর রহমানের পিতা।

আনুষ্ঠানিকভাবে কে উদ্বোধন করেন?

দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন। তার পরের ঘটনা তো তোমরা সবাই জানো।

বললাম, না আমরা সবকিছু জানি। তবু আপনার মুখে শুনতে চাই। এটা আমাদের সৌভাগ্যও বটে।

ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়।

আপনি একজন সফল মানুষ বটে। আমি কি আপনার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন করতে পারি?

না। তুমি যে কাজে এসেছো শুধু সে কাজ হলে হবে। আমি আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে নিয়ে কথা বলতে চাই না। এ কথা সবাই জানে। তবে এমন কিছু মানুষ আছে যারা জিজ্ঞেস করলে সব বলতে পারি।

বুঝতে পারছি স্যার। আমি আপনার কাছে স্পেশাল কেউ না, তাই না?

ঠিক তাই।

তারপর বলুন। মহি আহমেদ মুচকি হাসে। রমেশও হাসে। গাড়ি পান্থপথ অতিক্রম করে। হঠাৎ গাড়ি থামে। একটা ফুটফুটে মেয়ে ফুল বিক্রি করছে। আসগর সাহেব এক তোড়া ফুল কিনেন। ফুটফুটে মেয়েটা বলল, দরদাম করলেন না যে? দরদাম করতে ভালোলাগে না।

তুই খুশি?

হু। খুব খুশি। মেলা লাভ হইছে। আল্লাহ আপনের ভালো করুক।

ঠিক আছে। গাড়ি জ্যাম ঠেলে সামনে এগুতে থাকে। মহি আহমেদ বলল, স্যার আর কিছু বলবেন?

১৯৭১ এ বাংলাদেশ স্বাধীন হলে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রবর্তিত হয়। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কি না?

এগুলো নিয়ে চিন্তা করি না। সময়ের সাথে কতকিছু পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষের মন মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। শহরে এসে মানুষ তার আঞ্চলিক ভাষা ভুলে যাচ্ছে। সে আর আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে চায় না।

তা ঠিক স্যার।

নাটক সিনেমায় এক ধরনের বিকৃত ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলো দেখার কেউ নেই। যারা স্ক্রিপ্ট লিখেছে তারা না জেনেই লিখেছে। আগসর সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

সবকিছুর একটা নিয়ম থাকা উচিত, তাই না স্যার?

হুঁ। তুমি ইচ্ছে করলে নেমে যেতে পারো। আর না হলে বাসায় চল। আজ ভালো রান্না হয়েছে।

না স্যার। বললাম না আমার কাজ আছে। আপনার সাথে পরিচয় হয়ে ভালোই হল। মাঝে মধ্যে ডিস্টার্ব করব।

হা হা হা। এরকম সবাই বলে তারপর আর কেউ খোঁজ রাখে না।

লজ্জা দিলেন স্যার।

আজ একটা টক শোতে অংশগ্রহণ করব। ওদের অফিসে যেতে পারব না। বাসা থেকে অংশ গ্রহণ করবেন?

হ্যাঁ। গাড়ি সাতাশ নম্বর এলে মহি আহমেদ নেমে পড়ে। রমেশ বলল, দাদা কিছু লেখায় আমার নাম উল্লেখ করো।

কেন?

তোমার সাথে আমার সম্পর্ক তা ইতিহাস হয়ে থাকলো।

খুব ছোট বেলায় তোকে কুড়িয়ে পাই। সন্তানের মত আদর যত্ন করে মানুষ করেছি।

প্লিজ দাদা প্লিজ।

তুই যখন এত করে বলছিস। তখন তোর কথা লিখবো যা।

ধন্যবাদ দাদা।

বাসার গ্যারেজে গাড়ি ঢুকতেই ছুটে আসে মাহবুব মুর্শেদ। তার বিশাল ভূড়ি। সে বলল, এসব ছোট খাটো কাজ রমেশকে দিয়ে করালেও পারেন। আপনি সেলিব্রেটি লোক।

গাড়ি থেকে নেমে সোজা লিফটে ওঠে। সোফায় হেলান দিয়ে বসে কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে থাকে। এদিকে মহি আহমেদ কাগজ কলম নিয়ে প্রস্তুত। একটু পর চোখ খুলে ধীরে ধীরে বলতে থাকেন। মহি আহমেদ একটানা লিখে যায়।

মহি তোমার ঋণ শোধ করতে পারব না। তোমাকে না পেলে আমার কি যে হত!

আমি আপনাকে পেয়ে খুব খুশি।

রমেশ ঘরে ঢুকে, দাদা টেলিভিশন থেকে লোকজন এসেছে।

আসতে বল।

রমেশ ও মহি আহমেদ চলে যায়। আসগর সাহেব নাস্তা করে পোশাক বদলে নেয়। নিজেকে পরিপাটি করে বসার ঘরে আসে। স্ত্রী মারা গেছেন বিশ বছর হল। দুই সন্তানের কেউ দেশে নেই। এক রকম নিঃসঙ্গ। তবু জীবন থেকে নেই। সে তার জীবন নিয়ে খুশি॥

সুখবর! সুখবর! সুখবর!

আমরা বাদ্যযন্ত্র, যেমন গীটার, কিবোর্ড ও ড্রাম, বিভিন্ন মডেলের স্পীকার, ব্লুটুথ ইয়ারফোন (১৫০০ টাকা হতে - ৫০০০ টাকার মধ্যে) সাউন্ড সিস্টেম বিক্রয়ের প্রতিনিধি নিয়োগ করতে যাচ্ছি।

আগ্রহী ব্যক্তিগণ বা কোম্পানি যোগাযোগ করুন।

রনজিৎ পেরেরা

অমনি মিউজিক

মোবাইল: ০১৯১৩৫২৬৩০৭

বিজ্ঞ/৫৮/২৩

ফ্ল্যাট বিক্রি! ফ্ল্যাট বিক্রি! ফ্ল্যাট বিক্রি!

১০৬০ স্কয়ার ফিটের একটি ফ্ল্যাট বিক্রি হবে-চতুর্থ তলা (4-C)
দু'টি বেড রুম, দুইটা টয়লেট, একটি বারান্দা, ডাইনিং ও সিটিং রুম এবং রান্নাঘর, একটি গাড়ি পার্কিং।
(লিফটের সুব্যবস্থা আছে)

যোগাযোগের ঠিকানা

৭০/১ মনিপুরীপাড়া (Western Garden) তেজগাঁও, ঢাকা।
যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি
01611-507068

বিজ্ঞ/৫৬/২৩

অনন্ত যাত্রায় আমাদের প্রাণপ্রিয় বাবার ৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত প্যাট্রিক গমেজ
জন্ম : ৫ মার্চ, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ
রাজনগর, রাঙ্গামাটিয়া

মহাঘুমে জাগনী এখনো বাবা
তোমার শূন্যতা খুঁজি মোরা,
দিনক্ষণ প্রতিটি মোড়ে
ব্যথায় অন্তর কেঁদে মরে।।
সুখের দিনে তুমি নেই
কত কষ্ট করেছ জানিনে,
বিশ্বাস তুমি আছ উর্ধ্বে
স্বর্গরাজ্যে পিতার স্থানে।।

প্রিয় বাবা,

সময়ের স্রোতধারায় ৩১টি বছর মিলিয়ে গেল। পৃথিবীর চির আবর্তনে তুমি এসেছিলে আমাদের একান্ত কাছে, অতি আপনজন হয়ে। আবারও ফিরে এলো বেদনা বিধুর সেই ১৮ ফেব্রুয়ারি, যেদিন তুমি আমাদের শূন্য করে, কাঁদিয়ে চলে গেলে পরম পিতার কাছে। বাবা তুমি নেই, মাকে নিয়ে আমরা পাঁচ ভাই-বোন আমাদের সংসার নিয়ে এগিয়ে চলছি।

স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার জীবনাদর্শ ও দিক নির্দেশনাকে সামনে রেখে পবিত্রভাবে জীবনযাপন করতে পারি।

করুণাময় সৃষ্টিকর্তা পিতা ও স্নেহময়ী মায়ের কাছে আমাদের সকলের প্রতিনিয়ত প্রার্থনা তিনি যেন তোমার আত্মাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে চিরশান্তি দান করেন।

পরিবারের পক্ষে
স্ত্রী : ছবি গমেজ

বিজ্ঞ/৫৮/২৩

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

শ্রদ্ধায় ভালবাসায় অমর একুশে

আমাদের গর্বের ফেব্রুয়ারি মাস, এ মাসেই আমাদের মাতৃভাষা রক্ষার জন্য জীবন দিয়েছিলেন ঢাকার ছাত্রগণ। ঢাকার মাটি রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল, ভাষা সৈনিক সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বারের আত্মত্যাগে। ২১ ফেব্রুয়ারিতে তাঁরা আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করার জন্যে জীবন দিয়েছেন। এটা পৃথিবীতে এক অনন্য স্বার্থত্যাগ। বিশ্বে একমাত্র বাঙালিরা জীবন উৎসর্গ করে মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

পাকিস্তান, পূর্বপাকিস্তানী বাঙালি জাতির প্রতি সর্বদাই অন্যায় ও অত্যাচার করে শোষণ করেছে। যে বৈষম্য করেছে তার নিকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, আমাদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি কেড়ে নিতে চেয়েছিল। আবহমান কাল থেকে বাঙালি জাতি যেভাবে সব ধর্মের মানুষের সাথে বসবাস করে এসেছে, ঠিক সেভাবেই একজোট হয়ে পাকিস্তানী শাসকদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। বাঙালিরা শ্লোগান দিয়েছে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।"

এখন আমরা প্রাণ খুলে মায়ের ভাষায় কথা বলতে পারছি এর পিছনে রয়েছে একুশের রক্তাক্ত আন্দোলন। মায়ের ভাষাকে মায়ের মতই বাঙালিরা ভালোবাসে। ২১ ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহীদদের চরম আত্মদানের জন্য। তাই আজ সকল বাঙালি, দেশে এবং পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না, সকলেই নত মস্তকে সম্মান করে। নিজ ভাষা রক্ষার্থে জীবন দিয়েছি বলে সারা বিশ্ব এখন আমাদের শহীদ দিবসকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে পালিত হয়। প্রত্যেক বাঙালির প্রাণে রয়েছে ভাষার প্রতি ও শহীদের প্রতি অফুরন্ত ভালবাসা ও শ্রদ্ধা।

বিশ্বে সপ্তম ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার অবস্থা ভাল নয়। দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। "আ মরি বাংলা ভাষা" আমাদের আবেগের ভাষা কারণ সেটা আমাদের মায়ের ভাষা। দেশের মানুষ এখন শিক্ষিত হচ্ছে, দেশ বিদেশে জীবন-যাপন করছে, অনেকে ধনী হচ্ছে। বর্তমান নগর কেন্দ্রিক জীবন-যাপন ভর করছে তথ্য প্রযুক্তিতে। কম্পিউটারের ভাষা ইংরেজি। দেশের বাইরে ইংরেজিতে কথা বলতে হচ্ছে সেখানে বাংলার কোন স্থান নেই।

পৃথিবীর উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা বিদ্যা, প্রকৌশল বিদ্যা ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজি। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ ইংরেজিকেই প্রাধান্য দিতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের কারণটাও যুক্তিযুক্ত। এর সাথে যুক্ত হয়েছে আভিজাত্যের ব্যাখ্যা জড়িত। ইংরেজি বিদেশে চাকুরির হাতিয়ার।

বিদেশে গিয়ে উচ্চ অংকের রোজগার সবই সহায়ক ইংরেজি ভাষা। বাংলা হয়ে উঠেছে আয় রোজগারের সক্ষমতার উপকরণ। সকল অভিভাবকই চান সন্তানকে বাজার উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। লেখা পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা যেন একটি চাকরি পায়, রোজগার করতে পারে। আন্তর্জাতিক বিশ্বে যেন ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে পারে এবং ইংরোজিতে দক্ষ হয়।

শ্রমিক হিসাবে বিদেশে যেতে হলেও ইংরেজি ভাষা চাই। দেশে কর্মসংস্থানের প্রকট অভাব। বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি জনগণ বিদেশে কাছে লিপ্ত। একজন ইংরেজি ভাষা জানা শ্রমিকের বেতন ইংরেজি না জানা শ্রমিকের দ্বিগুন। অথচ দু'জনই শ্রম দান করছে। একই শ্রম ও দক্ষতার ভিত্তিতে এ অবস্থার পেছনে আমাদের উপনিবেশিক মানসিকতা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সে মোহ থেকে আমরা বেরুতে পারি নি।

মাতৃভাষা নিয়ে আমাদের যতটুকু ভালবাসার আবেগ কাজ করছে সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই ফেব্রুয়ারি মাসে। ২১ চলে গেলে আমাদের আবেগ সীমিত হয়ে পরে। বাংলা ভাষার গুরুত্ব কমে যায়। হাই কোর্টের আদেশ অনুসরণ করে সরকার "জয় বাংলাকে" জাতীয় শ্লোগান বাধ্যতামূলক করেছে। শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা জয় বাংলা বলে শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়েছেন, জীবন দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে। এই শ্লোগানটা মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ের শ্লোগান। বাস্তবতা হচ্ছে বাংলা ভাষার পরিস্থিতি এখন বিদ্যা অর্জন ও অর্থনৈতিক কর্ম সংস্থানের মাধ্যম বাংলা ভাষা নয় বরং ইংরেজি। আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলা ভাষা একটি দীর্ঘশ্বাস। বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের চারিদিকে পরিবেশ পরিস্থিতি কিন্তু বাংলা নয় বরং ইংরেজি। যারা শুধু বাংলা ভাষার চর্চা করে চলেছে তারা কর্মজগতে পিছিয়ে যাচ্ছে। বাংলা অনেক স্থানে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়ে উঠেছে। এই বাস্তবতায় দেশে ও বিদেশে দাঁড়িয়ে ভাষা শহীদদের কাছে ক্ষমাই চাচ্ছি॥

কৃতজ্ঞতায়: শ্রী অলোক মিত্র

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সংগ্রামী মানব

রক্তে রঞ্জিত বাংলার পথঘাট
সালাম, জব্বার ও রফিকের আর্তনাদ
স্বাধীন বাংলার মাটি
শহীদের ত্যাগে স্নিগ্নতায় খাঁটি।
আজও দামালেরা ছুঁটছে দুর্বার গতিতে
কোন বাঁধা পারবেনা তাদের দমাতে
এ তো দিবা স্বপ্ন নহে
এক নব দিগন্তের সূচনা।
জয় বাংলা, লাখো শহীদের জয়,
আমরা ছাড়বোনা এক বিন্দু মাটি
সজীবতায় করবো মাতৃভূমিকে খাঁটি
বাংলার বিজয়ে, বাঁচবো একসাথে।

একুশে ফেব্রুয়ারি

জ্যোতি মারিয়ানুস খালখো

একুশে ফেব্রুয়ারির এই দিনে
ভাষার জন্য শহীদ হয়েছেন অনেকে
রফিক, শফিক ও জব্বার
তারা ফিরে আসে বার বার।

পেয়েছে প্রাণ এই দিনে বাংলার প্রতিটি অক্ষর
এই দিনেই রেখেছিল অনেকে রক্তের স্বাক্ষর।
তাদের স্মৃতি ধারণ করে আজও
ফোঁটে রক্ত-শিমুল
মোদের মনে জাগায় আকুল।

আত্মত্যাগীদের মূল্য দিতে উঠেছে গড়ে
শহীদ মিনার,
দেখা মেলে ফুলের সমাহার
একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা স্মরি' শ্রদ্ধাভরে
ইতিহাসের পাতায় রবে স্বর্ণাক্ষরে।

যিশুর বাণী মেনে চলা

ব্রাদার শিমিয়ন রংখেং সিএসসি

যিশুর বাণী চিরন্তন সত্য। কেননা তিনি নিজেই বলেছেন "আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে কিন্তু আমার কথা কখনো লোপ পাবেনা *(মথি ২৪:৩৫)*।" আমরা অবশ্যই খ্রিস্টের অনুসারী। তাঁর কথা শোনা বা মেনে চলাই আমাদের অন্যতম দায়িত্ব। কেননা যিশুর কথা বা বাণী আমাদের শাশ্বত জীবনের দিকে ধাবিত করে। পবিত্র বাইবেলে বিশেষ করে নতুন নিয়মে অধিকাংশই যিশুর জীবনী নিয়ে লেখা কিংবা তার কথাই বেশি তুলে ধরা হয়েছে। যিশু তাঁর জীবনে অনেক অমর বাণী রেখে গেছেন এবং নিজেও পালন করেছেন। আমি চেষ্টা করি যিশুর সেই বাণীগুলো হৃদয়ে ধারণ করে চলতে। আমার প্রিয় কয়েকটা বাণী যা যিশু বলেছেন; *"পিতা তুমি ওদের ক্ষমা কর! কারণ ওরা যে কি করছে তা ওরা জানেনা (লুক ২৩:৩৪); বন্ধুর জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালবাসা আর নেই (যোহন ১৫:১৩); আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি ঠিক তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালবাসবে (যোহন ১৫:১২); অন্যের প্রতি তোমরা যেমন ব্যবহার আশা কর! তোমরাও ঠিক তেমনি তাদের প্রতি সেই ব্যবহার কর (মথি ৭:১২); অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা! স্বর্গরাজ্য তাদেরই (মথি ৫:৩); যারা নিজেকে বড় মনে করে, তাদের ছোট করা হবে, আর যারা নিজেকে ছোট মনে করে তাদের করা হবে বড় (মথি ২৩:১২)।"*

যিশু একজন আশ্চর্য ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর শিক্ষাগুলি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে একজন সবচেয়ে খারাপ মানুষের জীবনকেও বদলে দিতে পারতো। পৃথিবীতে এরকম অনেক মানুষ আছে যারা অনেক অপরাধী হয়েও কিংবা অনেক ধরনের অপরাধ করেছে কিন্তু যিশুর বাণী শুনে মন ফিরিয়েছে আর নতুন জীবন লাভ করেছে। ঠিক তেমনি আমরাও যিশুর বাণী শুনে বা হৃদয়ে ধারণ করে, মেনে চলে নিজে নতুন জীবন লাভ করতে পারি, নিজেকে পরিবর্তন করতে পারি এবং অন্যদেরকেও খ্রিস্টীয় জীবনে সঠিকভাবে চলতে সাহায্য করতে পারি॥

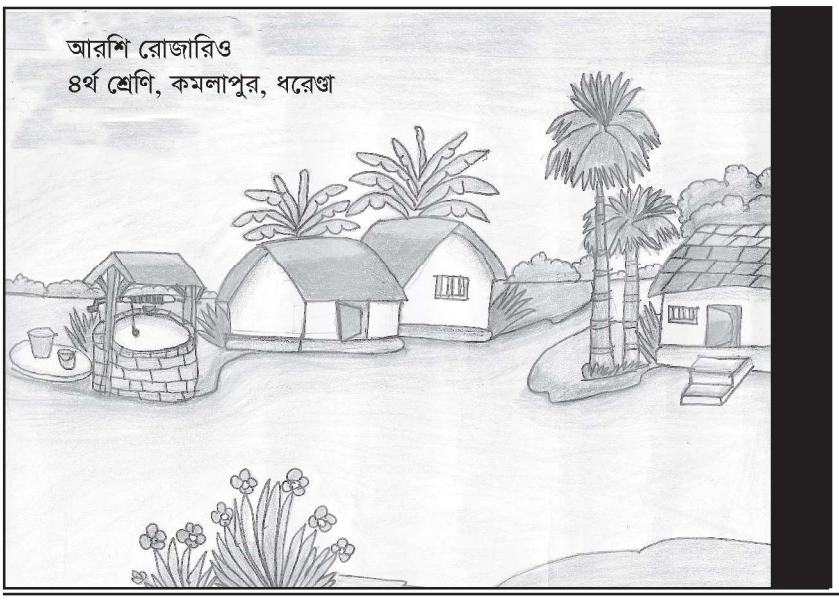

আরশি রোজারিও
৪র্থ শ্রেণি, কমলাপুর, ধরেণ্ডা

মধুর ভাষা: মাতৃভাষা

উদাস পথিক

মাতৃভাষা, মধুর ভাষা
সব লোকেতে কয়,
জন-মনের ভাব-ভঙ্গি
মাতৃভাষাতেই প্রকাশ হয়।

প্রাণ খুলে কথা বলা
প্রাণ খুলে গান-গাওয়া
প্রাণ খুলে গল্প-আড্ডা
শুধু মাতৃ-ভাষাতেই হয়।

মায়ের কথা, দেশের ভাষা
বড়ই মধুর, তৃপ্তিতে মন ভরে,
ভাব-ভঙ্গির আদি প্রকাশ
শুধু মাতৃ-ভাষাতেই ঘোচে।

প্রেমের কথা, প্রাণের ব্যাথা
সব কিছুতে মাতৃ-ভাষায় বুঝে,
সুখ আর শোকের মাঝে
মাতৃ ভাষার আনন্দ-বেদনা বেঁচে থাকে।

জীবন ধ্যানে আর নিশি জাগরণে
বেঁচে থাকে মায়ের বুলি মাতৃ-ভাষা
পথ চলার আনন্দ গানে স্বপ্নের বীজ বুনি
নিজের দেশে, নিজের ভাষায় শুধুমাত্র বাংলা ভাষায়।

ভাষার অপমান

রিড্যান্স মন্ডল

বাংলাদেশের মানুষ মোরা ভাষাই মোদের প্রাণ
বাংলায় মোরা আলাপ করি বাংলায় করি গান।
এই পৃথিবীর মিষ্টি ভাষা বাংলা আমার গর্ব
বাংলা আমার মায়ের ভাষা অনুভূতির স্বর্গ।

দিন ছেড়ে দিন যতই পালায় মানুষ হচ্ছে অন্ধ
মায়ের ভাষায় গালি-গালাজ কর সবাই বন্ধ।
ভুলছো কেনো আমরা সবাই মিষ্টি ভাষার মানুষ
উলোট পালোট ভাষায় বকে হারিও না সে হুস।

স্মরণ কর বাহান্নোর ওই রক্তেমাখা বন্যা
আজো সবার মুখে রটে সেই ভাষারই কান্না।
রফিক, বরকত, জব্বার সেদিন
সঁপে দিলো জীবন
সেই ইতিহাস ভুলোনাকো মনে করো বরণ।
প্রাণ খুলে আজ আওয়াজ তোলো,
বাংলার হোক জয়,
বাংলা আমার মায়ের ভাষা, সদা রবে অক্ষয়।
কুকথা গালি-গালাজ এ সব খুবই খারাপ
এতে ভাষার ঘোর অপমান বদলাও
মুখের স্বভাব।

আলোচিত সংবাদ

বিচারক থেকে রাষ্ট্রপতি

সাবেক জেলা ও দায়রা জজ এবং দুদকের সাবেক কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত ঘোষণা করে সোমবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) প্রজ্ঞাপণ জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। ইসি সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনটি জারি করা হয়। এর আগে যাচাই-বাছাই শেষে মনোনয়নপত্র বৈধ হওয়ায় প্রধান নির্বাচনী কর্তা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মো. সাহাবুদ্দিনকে একক প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে নতুন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বর্তমান রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। সোমবার বিকেলে তিনি নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে ফোন করে এই অভিনন্দন জানিয়েছেন বলে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব জয়নাল আবেদীন সাংবাদিকদের জানান। তিনি জানান, ফোনলাপে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান ও পরস্পর কুশল বিনিময় করেন।

দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে থাকলে বিষণ্নতার ঝুঁকি বাড়ে

দীর্ঘদিন দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে থাকরে মানুষের বিষণ্নতার ঝুঁকি বাড়ে। রবিবার (১২ ফেব্রুয়ারি নতুন দুটি গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জেএমেএ নেটওয়ার্ক সাময়িকীতে গবেষণা দুটি প্রকাশিত হয়েছে। একটি গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে জেএএমএ নেটওয়ার্ক ওপেনে, অপরটি জেএএমএ সাইকিয়াট্রিতে। জেএএমএ নেটওয়ার্ক ওপেনে প্রকাশিত গবেষণায় দেখা যায়, দীর্ঘদিন উচ্চ মাত্রার বায়ুদূষণের সংস্পর্শে থাকা ব্যক্তিদের বৃদ্ধ বয়সে বিষণ্নতার ঝুঁকি বাড়ে। জেএএমএ সাইকিয়াট্রিতে প্রকাশিত গবেষণায় উঠে এসেছে, বায়ুদূষণের মাত্রা কম হলেও দীর্ঘ মেয়াদে তা মানুষের মধ্যে বিষণ্নতা ও উদ্বেগ বাড়ানোর সঙ্গে যুক্ত। বায়ুদূষণ যে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, তা গবেঘণায় প্রমাণিত। বায়ুদূষণের কারণে মানুষ নানা ধরনের রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। হৃদরোগ ও শ্বাসতন্ত্রের রোগের সঙ্গে বায়ুদূষণের সম্পর্ক থাকার বিষয়টি প্রমাণিত। বায়ুদূষণের কারণে মানসিক রোগব্যাধির নানা তথ্যও গবেষণায় উঠে আসছে। নতুন এই গবেষণা দুটি মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাবের প্রমাণ হাজির করল।

ঘূর্ণিঝড় গ্যাব্রিয়েল নিউজিল্যান্ডে ৫০ হাজার বাড়ি বিদ্যুতহীন

নিউজিল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় গ্যাব্রিয়েলের তাণ্ডবে প্রায় ৫০ হাজার বাড়ি বিদ্যুবহীন হয়ে পড়েছে। ভারী বধষ্টি ও প্রবল ঝড়ের বিষয়ে সতর্ক করেছে কর্তৃপক্ষ, এ পর্যন্ত কয়েকশ ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। গ্যাব্রিয়েল নিউজিল্যান্ডের নর্থ আইল্যান্ডের কাছে থাকায় কর্তৃপক্ষ কিছু এলাকায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে বলে জানা গেছে। বৃহত্তম শহর অকল্যান্ডে রেকর্ড বৃষ্টি ও তাতে দেখা দেওয়া বন্যায় চার জনের মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পর ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ল দেশটি। ঘূর্ণিঝড় গ্যাব্রিয়েলের আঘাতে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে ভারী বৃষ্টি, রয়েছে ঝড়ো হাওয়া। এমন পরিস্থিতিতে দেশটির হাজার হাজার বাড়ি বিদ্যুতহীন হয়ে পড়ে। ঘূর্ণিঝড়টি নিউজিল্যান্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থান করছে। ঝড়ের কেন্দ্রটি মঙ্গলবারের প্রথম দিকে বৃহত্তম শহর অকল্যান্ডের উপকূলে থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কর্মকর্তারা মানুষকে জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, গাছপালা উপড়ে পড়া ও ভূমিধসের জন্য প্রস্তুত থাকতে সতর্ক করছেন। অকল্যান্ডের উত্তর এবং পূর্ব উপকূলের নিচু এলাকায় কিছু বাসিন্দাকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী ক্রিস হিপকিন্স সোমবার ওয়েলিংটনে বলেন, পরিস্থিতি খারাপ হতে যাচ্ছে। আবহাওয়া অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে বলেও জানান তিনি। 'দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পেছন পেছন আরেক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এসে হাজির হয়েছে,' বলেছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস হিপকিন্স। দুর্গতদের জন্য তিনি ৭৩ লাখ ডলারের ত্রাণ প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন।

মৃত্যু ছাড়ল ৩৮ হাজার

তুরস্ক ও সিরিয়ার মারাত্মক ভূমিকম্পে চাপাপড়া মানুষের বেঁচে থাকার আশা ম্লান হচ্ছে। স্নিফার ডগ এবং থার্মাল ক্যামেরা ব্যবহার করে উদ্ধারকারীরা এখনো খোঁজাখুঁজি করে চলছেন। কিন্তু সোমবার থেকে উদ্ধারকাজ বন্ধের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৮ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সিরিয়ায় এখন পর্যন্ত ৫ হাজার ৮ শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। তুরস্কে এরই মধ্যে মৃতের সংখ্যা ৩১ হাজার ৯৯৭ ছাড়িয়েছে। দেশটির ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ ভূমিকম্পের এক সপ্তাহ পর সোমবার তুরস্কে উদ্ধারকারীরা ধসেপড়া ভবন থেকে কয়েকজনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান বলেছেন, তুরস্ক-সিরিয়ায় গত এক সপ্তাহে ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রায় ৮ হাজার মানুষকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে সিরিয়ার আলেপ্পা শহর এখন লণ্ডভণ্ড। সেখানে জাতিসংঘের সাহায্য সংস্থাপ্রধান মার্টিন গ্রিফিথস বলেছেন, উদ্ধারের পর্যায় শেষ দিকে। এলাকার তাপমাত্রা মাইনাস ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে গেছে এবং যা উদ্ধার অভিযানকে কঠিন করে তুলেছে। তুর্কি এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড বিজনেস কনফেডারেশন নামে একটি বেসরকারি ব্যবসায়িক সংস্থা জানিয়েছে, মারাত্মক ভূমিকম্পে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮৪ বিলিয়ন ডলার। তুরস্কের নগরায়ণমন্ত্রী মুরাত কুরুমের মতে, প্রায় ৪২ হাজার বাড়ি ভেঙেছে। পানি, খাবার ও ঔষুধের অভাব দেখা দিয়েছে। তুরস্কে ১০ লাখেরও বেশি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে এবং সাহায্য সংস্থাগুলো বলছে, সিরিয়ায় এ সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে।

নাচে গানে বসন্তবরণ

শীতের শেষে প্রকৃতিতে আগমন ঘটেছে ঋতুরাজ বসন্তের। বসন্তের আগমনী সংবাদে রং লেগেছে সবার মনে। একই সঙ্গে দিনটি আন্তর্জাতিক ভালোবাসা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। দুই দিবসকে এক দিনে পেয়ে উৎসবে রঙিন হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবসকে ঘিরে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা মুখরিত ছিল তরুণ-তরুণীদের কোলাহলে। সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এবং আশপাশের এলাকা নারী, পুরুষ ও শিশুদের পদচারণায় উৎসবের আমেজে মুখর হতে থাকে। শহিদ মিনার, কার্জন হল, অপরাজেয় বাংলা, বটতলা, হাকিম চত্বর, ভিসি চত্বর, ফুলার রোড, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সবই যেন পরিণত হয় প্রেমিক যুগল ও বসন্তপ্রেমীদের মিলনমেলায়। এক শিক্ষার্থী বলেন, বসন্তের প্রথম দিন বাঙালির কাছে একটু বিশেষভাবে চিহ্নিত। বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতেই একসঙ্গে ঘুরতে বের হওয়া। সবারই যেন দিনটি ভালো কাটে সেই প্রত্যাশা তার। এদিন ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) এলাকায় বিশেষ রম্য বিতর্কের আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেটিং সোসাইটি। সকাল ৭টায় চারুকলার বকুলতলায় সমবেত বাদ্যযন্ত্র ও রাগাশ্রয়ী সংগীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে শুরু হয় বসন্ত বরণের আনুষ্ঠানিকতা। চলে সকাল ৯টা পর্যন্ত। বিকালে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় পর্ব। সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে বটতলায় শুরু হয় সমগীত ও বসন্তবরণ উত্সব। নানা ধরনের পরিবেশনার মাধ্যমে চলে বিকাল পর্যন্ত।

সৌজন্যে: জনকণ্ঠ, ইত্তেফাক, বাংলাদেশ প্রতিদিন

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রার্থনা ও সংহতি প্রকাশের জন্য পোপ মহোদয়ের আবেদন

গত রবিবার (১২/২) দূত সংবাদ প্রার্থনার পরে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সাধু পিতরের চত্বরে উপস্থিত তীর্থযাত্রীসহ সকলের প্রতি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত তুরস্ক ও সিরিয়ার অধিবাসীদের প্রতি সংহতি প্রকাশের বাস্তবধর্মী কাজ ও প্রার্থনার আবেদন পুনরায় রেখেছেন। বাস্তবধর্মী কাজে সম্পৃক্ত হবার এমন আহ্বান এসেছে যখন তুরস্ক-সিরিয়াতে ২৯ হাজারের অধিক মানুষ ভূমিকম্পে মারা গেছে। যদিও উদ্ধারের কাজ চলমান রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারীর বিশেষজ্ঞ দল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতে এই উদ্ধার কাজে যুক্ত হয়ে অবিশ্বাস্য উদ্ধার কাজ করে চলেছেন। যেমন- ভূমিকম্পের এক সপ্তাহ পরেও ধ্বংসস্তূপ থেকে কাউকে কাউকে জীবিত উদ্ধার করা। উদ্ধার তৎপরতার মধ্যেই মানবিক সংস্থাগুলো 'দ্বিতীয় বিপর্যয়ের' বিষয়ে সতর্কতা দান করছে। কেননা গৃহহীন মানুষেরা প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকতে চাচ্ছে। পোপ ফ্রান্সিস জানান, তিনি বিপর্যয়ের চিত্র ও মানুষের দুঃখ-বেদনা দেখতে পাচ্ছেন। তাই সদিচ্ছাসম্পন্ন সকল নারী-পুরুষকে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করে বলেন: এসো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রার্থনা করি এবং চিন্তা করি আমরা তাদের জন্য কি করতে পারি; ক্ষতিগ্রস্তদের কথা আমরা যেন ভুলে না যাই। একই সাথে পোপ মহোদয় যুদ্ধে বিধ্বস্ত ইউক্রেনকেও ভুলে না যেতে আহ্বান রেখে বলেন, প্রভু শান্তির পথ উন্মুক্ত করুন এবং দায়িত্বশীলদের সেপথে চলার শক্তি দান করুন।

নিকারাগুয়ার কারাগারে দণ্ডিত বিশপ আলভেরেজের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রার্থনা

নিকারাগুয়ান বিশপ রোলান্ডো আলভারেজ এর কারাবরণ ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের দেশ থেকে বহিষ্কারের নিন্দা জানিয়ে রাজনৈতিক নেতাদেরকে উন্মুক্ত হৃদয়ে সত্য, ন্যায্যতা ও সংলাপে অংশ নিতে আহ্বান করেছেন। গত রবিবারে এ ব্যাপারে পোপ মহোদয় নিকারাগুয়ার সরকারকে একটি আবেদন পাঠান। মাতাগাল্পার বিশপ রোলান্ডো আলভারেজের কারাদণ্ড এবং রাজনৈতিক কারণে ২২২ জনকে বহিষ্কারের খবর জেনে পুণ্যপিতা এই আবেদনটি করেন। সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে বেশ কয়েকজন পুরোহিত ও সেমিনারীয়ানকেও বহিষ্কারের তালিকায় রাখা হয়েছে। ২৬ বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বিশপ আলভেরেজের জন্য পোপ মহোদয় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আমি তাকে খুব ভালো করেই জানি ও ভালবাসি। পুণ্যপিতা জানান যে, তিনি বিশপ আলভারেজ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত ও স্বদেশে কষ্টভোগী সকলের জন্যই প্রার্থনা করছেন এবং সকলকে অনুরোধ করছেন অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় তাঁর সাথে প্রার্থনায় যুক্ত হতে - প্রকৃত শান্তির অন্বেষণ যা সত্য, ন্যায্যতা,

স্বাধীনতা ও ভালবাসা থেকে উদ্ভূত হয় এবং যা ধৈর্যশীল সংলাপ অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয় তা পেতে মা মারীয়া রাজনৈতিক নেতৃবর্গের হৃদয় উন্মুক্ত করুক।

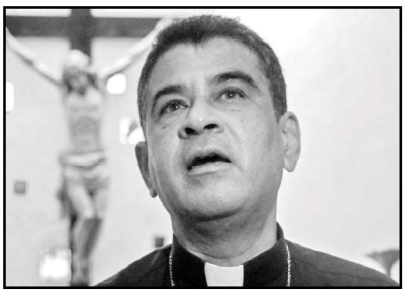

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিশপগণ নিকারাগুয়ার চার্চের অন্যায় নিপীড়নের নিন্দা করেছেন

লাতিন আমেরিকার বিশপ সম্মিলনীর সাথে সাথে চিলি ও স্পেনের বিশপগণ নিকারাগুয়াতে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ তুলেছেন এবং একই সাথে বিশপ রোলাণ্ডো আলভারেজের কারাদণ্ডাদেশ দান ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বহিষ্কারাদেশের নিন্দা জানিয়েছেন। নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল ওর্তেগার শাসনামলে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমবর্ধমান খারাপ হতে থাকায় এবং বিশপ আলভারেজকে কারাদণ্ড দান ও ২২৬ জনকে বহিষ্কার করাতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিশপ সম্মিলনী প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং দেশটির খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর সাথে একাত্মতা ও সংহতি ঘোষণা করেছেন।

গত শনিবারে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে লাতিন আমেরিকার বিশপ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ মিগুয়েল কাবরেয়ুস কাথলিক খ্রিস্টানদের অধিকার খর্ব করাতে সংশ্লিষ্ট মহলকে সতর্ক করেন এবং ভক্তবিশ্বাসী ও তার পালকদের সাথে সংহতি, ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করে প্রার্থনার আশ্বাস রাখেন। তিনি আরো বলেন, নিকারাগুয়ার চার্চের জন্য সাধু অস্কার রোমেরো'র গৃহ সান সালভাদোরের ক্যাথিড্রালে বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হবে।

অন্যায়ভাবে বিশপ আলভারেজকে দণ্ডিত করায় চিলির বিশপগণও নিকারাগুয়ার কোর্টের বিরুদ্ধে কথা বলছে। জাতীয় অখণ্ডতা নষ্ট করার ষড়যন্ত্র, তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে নিকারাগুয়ান সমাজের ক্ষতি সাধনের ধূয়ো তুলে বিশপকে দণ্ড দেওয়া হয়। শাস্তির এই প্রক্রিয়াটিকে 'অন্যায়, স্বেচ্ছাচারী এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ' বলে অভিহিত করে চিলির বিশপগণ বলেন, "আমরা বিশপ আলভারেজ ও নিকারাগুয়ার চার্চের প্রতি যে অন্যায় রায় দিয়েছে তার নিন্দা জানাচ্ছি ও প্রত্যাখান করছি। কেননা তা মানবাধিকার, ব্যক্তির মর্যাদা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা লংঘন করেছে। স্পেনীস বিশপগণও তাদের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে তাদের গভীর দুঃখ এ একাত্মতা প্রকাশ করেছেৃ।

- তথ্যসূত্র : news.va

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। **আসছে ৮ মার্চ নারী দিবস উপলক্ষে আপনাদের সুচিন্তিত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী** লেখা আগামী **২৬ ফেব্রুয়ারি মধ্যে** পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ

ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বনপাড়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা লূর্দের রাণী মা মারীয়ার পর্ব ও তীর্থোৎসব

হৃদয় পিউরীফিকেশন ▯ গত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার মহাসমারোহে পালিত হলো বনপাড়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা লূর্দের রাণী মা মারীয়ার পর্ব ও তীর্থোৎসব। তীর্থোৎসবের প্রস্তুতি স্বরূপ নয়দিন ব্যাপী ধর্মপল্লীতে মা-মারীয়ার বিভিন্ন গুণাবলী নিয়ে প্রার্থনাপূর্ণ ও ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে নভেনা প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টভক্তগণ নিজেদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করে তোলেন। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে প্রায় ২,০০০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও মা-মারীয়ার ভক্ত তাদের মানত নিয়ে তীর্থোৎসবে অনেকে যোগদান করেন। তীর্থের ও পর্বদিনের পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও। তার সহার্পিত খ্রিস্টযাগে ছিলেন ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা, সহকারি পালক পুরোহিত ফাদার পিউস গমেজ, ড. ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজসহ বিভিন্ন ধর্মপল্লী হতে আগত ৯ জন ফাদার এবং ১৫ জন সিস্টার।

বিশপ মহোদয় খ্রিস্টযাগের উপদেশে বলেন- ‘আজ আমরা আমাদের মায়ের পর্ব উদ্‌যাপন করছি। মা-মারীয়া হলেন রোগীদের সুস্থতা দানকারী মা। যিশু ক্রুশের উপরে থেকে মা-মারীয়াকে দেখিয়ে শিষ্য যোহনকে বলেন, ‘ঐ দেখ তোমার মা’। মা মারীয়া আমাদের সকল ইচ্ছা পূরণ করেন। তাই সন্তান হিসেবে আমাদেরও উচিত মায়ের চাওয়া পূরণ করা। এই পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে মা-মারীয়ার বিশেষ আশীর্বাদ, কৃপা ও অনুগ্রহ নেমে আসুক’। খ্রিস্টযাগের শেষে পালক পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা বিশপ মহোদয়, যাজকবৃন্দ এবং উপস্থিত সকল খ্রিস্টভক্তগণকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের শেষ আশীর্বাদের আগে প্রধান পৌরহিত্যকারী বিশপ মহোদয় পর্বীয় বিস্কুট ও পর্বীয় বিশেষ আশীর্বাদ দান করেন। অতঃপর পর্বীয় মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে লূর্দের রাণী মা মারীয়ার পর্ব ও তীর্থোৎসবের সমাপ্তি ঘটে॥

তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার রয়নী কস্তা সিএসসি ▯ গত ৩১ জানুয়ারি, মঙ্গলবার তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে বিভিন্ন স্কুলে অধ্যয়নরত শিশু ও এনিমেটরদের অংশগ্রহণে শিশুমঙ্গল দিবস পালন করা হয়। প্রায় ৩০০ শিশু খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে। সকাল ১১:১৫ মিনিটে শিশুরা তেজগাঁও গির্জায় সমবেত হয়। প্রথমে সিস্টার শেষান্তি নকরেক সিএসসি - এর নেতৃত্বে শিশুদের একটি গান শেখানো হয়। সকাল ১১:৪০ মিনিটে শিশুদের উদ্দেশে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। ধর্মপল্লীর সহকারী পুরোহিত ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ, খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন এবং ফাদার ঝলক দেশাই সহার্পিত যাজক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ফাদার ফিলিপ তার উপদেশ বাণীতে এই বছর শিশুমঙ্গল দিবসের মূলসুর: “শিশুরা শিশুদের সাহায্য করে” এই বিষয়ে সহভাগিতা করেন। তিনি শিশুদের সাধুবাদ জানান তাদের উপস্থিতি ও সুন্দর অংশগ্রহণের জন্য। তিনি শিশুদের আহ্বান জানার খ্রিস্টযিশুর সেবক হতে এবং রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে। খ্রিস্টযাগের পর শিশুদের নিয়ে ছবি তোলা হয় এবং টিফিন প্রদানের মধ্যদিয়ে শেষ করা হয়॥

মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার উত্তম রোজারিও ▯ গত ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সাধ্বী রীতার ধর্মপল্লী, মথুরাপুরে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উপলক্ষে শিশুদের নিয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত মোট ১৮ জন এনিমেটর ও ১০৬ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। ধর্মপ্রদেশীয় শিশুমঙ্গল কমিশনের পরিচালক ফাদার পিউস নিকো গমেজ সকাল ৯:৩০ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং এর মধ্যদিয়ে শিশুমঙ্গল দিবসের কার্য্যক্রম শুরু হয়। খ্রিস্টযাগের পর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী "প্রেরণ কাজে শিশুদের অংশগ্রহণ" এই মূলসুরের উপর বক্তব্য রাখেন। নানা বাস্তব ঘটনা, গল্প, কাহিনী ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তিনি সহজ সরল ভাষায় শিশুদের উদ্দেশে কথা বলেন। ফাদার পিউস নিকো গমেজ শিশুদের উদ্দেশে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

সেমিনারে শিশুদের জন্য কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা বিষয়ক নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে সহায়তা করেন সিস্টার অর্চনা এসএমআরএ, ফাদার উত্তম রোজারিও এবং এনিমেটরগণ। মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে শিশুমঙ্গল দিবসের কার্য্যক্রম সমাপ্ত হয়॥

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীণ বরণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন

নিউটন মন্ডল ▯ আদর্শ, সুশিক্ষা ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান ও কর্পোরেট চ্যালেঞ্জ জয় করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এ অনুষ্ঠিত হলো ২৪ তম ব্যাচের নবীন বরণ। মঙ্গলবার (৩১ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ) এই নবীন বরণ অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ফাদার প্যাট্রিক ড্যানিয়েল গ্যাফনি সিএসসি নবীন বরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক কায়সার হক। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. ফাদার লেনার্ড শংকর রোজারিও সিএসসি, বিভিন্ন অনুষদের প্রধানগণ, প্রশাসনিক, অ্যাকাডেমিক ও নন অ্যাকাডেমিক স্টাফ, নবীন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং প্রধান অতিথি জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন। এসময় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন শিক্ষার্থীবৃন্দ। অতঃপর অতিথিবৃন্দ সহ নবীন শিক্ষার্থীদের ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।

উপাচার্য তার স্বাগত বক্তব্যে নবীন শিক্ষার্থীদের উষ্ণ অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হলো নিজেকে আবিষ্কারের জায়গা; এখানে তুমি নিজের ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য চারটি বছর পাবে। আমি তোমাদের অনুরোধ করবো এই চারটি বছরকে যথাযথ ভাবে কাজে লাগিয়ে তুমি নিজ জীবন, সমাজ ও টেকসই দেশ গড়ার কাজে সহযোগিতা করবে। এরপর পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

প্রধান অতিথি সকল শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, নটর ডেম এর ইতিহাস অনেক পুরাতন। এই ঐতিহ্য ও শিক্ষার সাথে আমার বাবা জড়িত ছিলেন। তার মুখে নটর ডেমের কথা শুনে আমার বেড়ে ওঠা। আমি মিশনারী স্কুলের ছাত্র ছিলাম। আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, নটর ডেম এখন বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করেছে এবং ইউনিভার্সিটি অব ইন্ডিয়ানার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। আমি আশাবাদী নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ভবিষ্যতে গবেষণা ভিত্তিক কোর্স কারিকুলাম এবং উচ্চতর শিক্ষায় বিশেষ অবদান রাখবে। আমি বিশ্বাস করি এটা নটর ডেম বাস্তবায়ন করবে।

বরণ অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ফাদার লেনার্ড শংকর রোজারিও সিএসসি সকল অ্যাকাডেমিক স্টাফ, ডেপুটি রেজিস্ট্রার ফাদার অসীম গনছালভেস সিএসসি রেজিস্ট্রার অফিস-এর কার্যক্রম, ডেপুটি এক্সাম কন্ট্রোলার ফাদার বনিফাস টলেন্টিনু সিএসসি এক্সাম অফিসের কার্যক্রম, ফাদার টম ম্যাকডরমেট, সিএসসি ল্যাংগুয়েজ সেন্টারের বিশেষ সেবা ও কার্যক্রম এবং মিসেস এ্যানি গমেজ অ্যাকাউন্টস অফিসের কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। ফাদার লরেন্স নরেশ দাশ সিএসসি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস কোড অব কনডাক্ট ভিডিও প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এছাড়াও সহকারি রেজিস্ট্রার ফাদার নিত্য এক্কা সিএসসি ক্লাবের কার্যক্রম, ড. সিস্টার মেরী হেনরীয়েটা গমেজ এসএমআরএ কাউন্সিলিং-এর গুরুত্ব, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী বেঞ্জামিন লাবা কাম্পু নবীন শিক্ষার্থীদের পরামর্শ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অভিজ্ঞতা, নবীন শিক্ষার্থী ফাতেমা সুলতানা রাফিয়া নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বেছে নেওয়ার কারণ, অনুভূতি ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। সবশেষে রেজিস্ট্রার মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন॥

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

সূত্র নংঃ দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২২-২০২৩/৫৭৪ তারিখ: ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর ডিসি নারী হোস্টেল নন্দা এর জন্য নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ প্রদানের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে-

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	সহকারী রাধুঁনী (চুক্তিভিত্তিক), ডিসি নারী হোস্টেল, নন্দা	০১	অনুর্ধ্ব ৪০ বছর	মহিলা	আলোচনা সাপেক্ষ (আবাসিক সুবিধা প্রদান করা হবে।)	- সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণী পাশ হতে হবে। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল যোগ্য। - সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

শর্তাবলী ঃ-

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)।

০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

০৪। চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।

০৫। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

০৬। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

০৭। আবেদন পত্র আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৬ টার নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

০৮। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.cccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারী, দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ,

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
লিটন টমাস রোজারিও
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫।

Are you passionate about serving the underserved through healthcare in South Asia?"

Are you a mature Christian experienced in leadership?

Could God be calling you to be the next Executive Director of LAMB?

LAMB Project: **Executive Director Position**
Application Deadline: **March 22, 2023**

Begun in the early 1970s, LAMB is a Christian project dedicated to providing healthcare in Northwest Bangladesh. The project includes a 100 bed hospital, rehabilitation and research departments, outpatient clinics, a training center (for nursing, midwifery and others), an English medium school, and community development initiatives within 11 districts. LAMB has over 500 staff including some long-term expatriates.

LAMB's mission is to serve God by serving the poor and under privileged, particularly women and children. Located in a rural, predominantly Muslim community, LAMB is nationally and internationally recognized as a leading provider of community health services.

LAMB is looking for an Executive Director (ED) to provide servant minded, strategic leadership through a diverse team of departmental directors and program leads. The ED works under the policy governance model and is accountable to the international Board of LAMB for performance. The ED's role is critical and diverse: discerning the Spirit's leading, empowering staff, raising funds/ overseeing an annual budget of more than four million USD, developing internal leadership, representing the organization externally/networking, and promoting beneficial structural changes to move LAMB into the future.

Applicants should have a minimum of a Master's degree as well as at least seven years experience in senior management, with at least two years successful management of more than 100 staff. We are looking for applicants who have experience with multicultural organizations, ideally in South Asia. LAMB wants to see the people of Bangladesh transformed by the love of God, experience abundant and peaceful life in healthy and just communities.

If you share our vision, come and join our team!

To apply for this position, please email a cover letter, short vision statement and CV to **edforlamb@gmail.com**
(for additional information visit *lambproject.org* or email *edforlamb@gmail.com*)

ল্যাম্ব LAMB

বিজ্ঞ/৫৬/২০২৩

বর্ষ ৮৩ ◆ সংখ্যা - ০৬

THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 06

Regd. No. DA-33

◆ 19 - 25 February, 2023, ৬ - ১২ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্কো) লিমিটেড

The Central Association of Christian Co-operatives (CACCO) Limited

(স্থাপিত: ১ মে, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ, রেজিস্ট্রেশন নং-০৫, তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ)
ফোন: ০২-২২৩৩১৪০০৪, মোবাইল: ০১৭৯৬-২৩২০১৬, ই-মেইল: caccoltd@gmail.com
অফিস ঠিকানা: নীড়-২৮, ৭৪/১ (২য় তলা), মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
Office Address: Neer-28, 74/1 (1st Floor), Monipuripara, Tejgaon, Dhaka-1215.

১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা

বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

এতদ্বারা দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্কো) লিমিটেড-এর সকল সদস্য সমিতির সম্মানিত চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি এবং ডেলিগেটগণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১১ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার, সকাল ১০টায়, সিবিসিবি সেন্টার, ২৪/সি, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্কো) লিমিটেড-এর ১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রত্যেক সদস্য সমিতির পক্ষ থেকে (১) একজন ডেলিগেট অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৯:৩০ মিনিট থেকে শুরু হবে। অতএব, অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানিত সকল ডেলিগেটগণকে যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

উল্লেখিত দিনে সকাল ৯:৩০ মিনিট থেকে ১০টার মধ্যে সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে সকলকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচীসহ অন্যান্য তথ্য ৭৪/১ (২য় তলা), মনিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকায় অবস্থিত কাক্কো লি:-এর স্থায়ী কার্যালয় থেকে জানা যাবে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

ডমিনিক রঞ্জন পিউরিফিকেশন
সেক্রেটারি, কাক্কো লি:

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে পাওয়া যাচ্ছে! বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, পানপাত্র ও ছোট-বড় ক্রুশ

- বাণী বিতান দৈনিক পাঠ (৩,২০০/= টাকা)
- বাণী বিতান রবিবাসরীয় (২,৫০০/= টাকা)
- খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা সংকলণ (৩,০০০/= টাকা)

এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- কাথলিক ডিরেক্টরী
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক
- সলতে
- ছেটিদের সাধু-সাধ্বী

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অর্ডার সাপেক্ষে বিভিন্ন সাইজের মূর্তি সরবরাহ করা হয়।

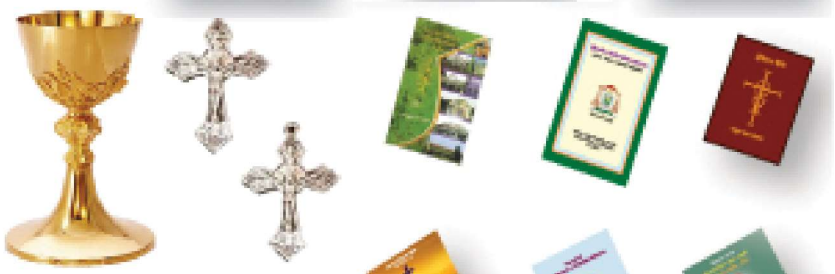

অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। -যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: নগুরী
গাজীপুর।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org